" The world must be all fucked up when men travel first class and literature goes as freight " Gabriel Garcia Marquez

Issue: 6, June, 2014 * Editor: Dipankar Dutta * Email: deepankar_dutta@yahoo.co.in * Mobile: 9891628652 * Delhi

---

এই সংখ্যায়

কাব্যডায়েরি : দেবযানী বসু, তানিয়া চক্রবর্তী, অগ্নি রায়
কবিতা : মলয় রায়চৌধুরী, বারীন ঘোষাল, ঋষি সৌরক, প্রণব পাল, রঞ্জন মৈত্র, প্রদীপ চক্রবর্তী, অনুপম মুখোপাধ্যায়, দিলীপ ফৌজদার, ইন্দ্রনীল ঘোষ, পায়েলী ধর, দেবাদৃতা বসু, উমাপদ কর, তানিয়া চক্রবর্তী, নীলাব্জ চক্রবর্তী, স্বপন রায়, গৌরব চক্রবর্তী, সজল দাস, ইন্দ্রনীল বক্সী, অন্তর্নির্জন দত্ত, রমিত দে, কৃষ্ণা মিশ্রভট্টাচার্য, সব্যসাচী হাজরা, নভেরা হোসেন, পীযূষকান্তি বিশ্বাস, ভাস্বতী গোস্বামী, সিয়ামুল হায়াত সৈকত, দীপঙ্কর দত্ত
গদ্য : রমিত দে, শুভাশিস ভট্টাচার্য
অনুবাদ কবিতা : দিলীপ ফৌজদার

কাব্যডায়েরি

দেবযানী বসু

জিয়া - দোল

১৪ / ৩ / ২০১৪

তিনশো পয়ষট্টি দিনের তিনশো পঞ্চান্ন দিন বিরহ। আর চা বিস্কুট কামড়ানো সকালের পিত্তি বমি আর কাঁহাতক সহ্য করবো ... সব মন খারাপের উপর দিয়ে হাইজ্যাকড বিমান উড়ে যায়। বেলাইন. . . উড়োউড়ি... পাঁজর থেকে পাছা কোথায় লুকিয়ে অমরাবতী ...অমরাবতী রেসিনের কিংবা ভিনাইলের হলেও চলবে. . .

আলমারি খুলে দেখি যতো ফাইল জমানো ছিল সব সালামান্দারের বিলুপ্ত পা হয়ে গেছে। ফাইল জমে পাহাড় হয় সাধারণত । যতো ভাবার দায় কলমের। কলমের চক্করে এবছর বসন্ত নেই প্রকৃতিতে। বসন্ত নেই। অথচ ক্যালেন্ডারে সাজানো দোল ...হোলি ... শোলেমার্কা ... খাঁটি ও পবিত্র ... ট্রেসপাসার দোল নিজেই... ধুকপুক করছে প্রোটোপ্লাজম... সুদূর ইরানী বালিকা দুলে দুলে দূরে প্রশ্ন রাখছে ফেসবুকে - তোমরা কি দোলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করো ? বললাম এ নিয়ে চিন্তা না করতে , যে কোনো সময়ে দোলা - অঙ্গ উত্তোলিত হতে পারে।

গতকালের বিকেলে পোঁতা শসার মাচাটা উধাও। চিঁছকেমির আর জিনিস পেল না ... সেটা নিয়ে দুধওয়ালা মালি ভিখিরি রিক্সাওয়ালা সবার সঙ্গেই বচসা হল। যে খাঁচাগাড়িটা বাচ্চাদের নিয়ে যায় তাকেও সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখিনি।

মুর্গিরা মরার পরে এবং রান্নার পরেও সেই চিকেনইতো থাকে ... আই মিন বাচ্চা... অজস্রবার প্রেমিক পাল্টালেও প্রেমের সেই দুর্দশাই থাকে... যেদিন কবিতা লিখি না সেদিন মহাজাগতিক রশ্মির মহিমায় ইনিসিয়ালস থেকে সমস্ত শব্দ তৈরি করি . . .

মোবাইলকে গাড়ির সঙ্গে কথোপকথনে লাগিয়েছি। এখানে রোবট নেই ... রোবট পাবার ইচ্ছেটা নিউটনের তিনটি গতিসূত্রের প্রথমটাকেই বেছে নিয়েছে ।

ভোট আসছে..... দোলের ও দলের রং কাটাকুটি কোরে কিছু পাবো কি. . .

এই ভোরে আমার শঙ্খ বাজাতে ইচ্ছে করছে ... ড্রাগন রাক্ষসীদের কান্না শঙ্খ অনুকরণ করছে ... বিবাহ বিচ্ছেদের সময়ে আইন মানছে ... মন্ত্র উচ্চারিত হোক... বিচ্ছেদের ... আবহে থাকতে পারে রবীন্দ্র সঙ্গীত। ডিভোর্স - উৎসবে আমরা পরস্পর ক্রশ চিহ্ন আঁকবো কপালে আবির দিয়ে . . . . . .

জিয়া - দোল - ২

১৫/ ৩/ ২০১৪

আগামিকাল দোল ... ক্যালেন্ডার তো রাধানীল শাড়ি পরেছে। ওয়রল্ড ডাইরিতে তা দাগানো থাকে না । অশান্তি প্রচ্ছদ দেখে বুঝে নিই। তার মধ্যে ছবি তোলা রসদ জোগাড় করা চলছে... কি অশান্তি শান্তির ঘট উপুড় করে বইছে। হঠাৎ ধূমকেতুর ঘরে ধূমের আনা ও গোনায়। মধুলিসার ব্যাগ, ঘড়ি, চপ্পল সবই চিনি। শুধু গয়না আর বইয়ের এমবস হারিয়েছি। নদীতিরের শহর সবাইকে হারিয়ে এগিয়ে চলেছে। মিথ্যে কথা বলে উড়ে যাচ্ছে দিনকানা পাখি। আড়াই হাজার ডিগ্রি সেন্টি গ্রেডে পরিকল্পনা পুড়ছে। এই কি বন্ধুত্ব... এই চেয়েছিলাম আমরা..... ফ্যান্টাসি আর হরর কৌশল করে ভোঁতা ছুঁচের মসৃণতাকে কাজে লাগিয়েছি.....। এইতো চারণভূমি মানুষ চরার জন্য. . .

ফোর টোয়েন্টির সীমানা পেরিয়ে খাসির মাংস ছুটছে। পায়রাতিতিরমুরগিএমু মিলেমিশে রঙ্গোলী মাংস তৈরি হবে... গোস্বামী গো ... অবশ্য তবলা সঙ্গত করবে রাজমা পেঁয়াজ আর মেথিশাক। মাংসের দোকানের লাইন মনের রং গাঢ় করছে। আর রং ঠেকাতে ফেল্টের আস্তরণ তুলে নিচ্ছি। নদী ও তার সমান্তরাল রাস্তায় থাকে আক্রোশ ... ছলনা . . .

কোনো কোনো প্রেমকে সিনিয়র সিটিজেনসিপ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কেউ ফিগার আউট করতে পারে নি। ভোরের বুলবুলি গাছ হারিয়ে পুরোনো উইন্ড চাইমে এসে বাসা বেঁধেছে । সেভাবে গাছ নেই ... শুধু টবসোহাগি

ফুলচাষ। শব্দ এসে ভেঙে দিয়েছে আমার অপরাধ সিরিজ। স্ট্রবেরি রঙের ঘোড়া হোলির দিনে ফিরবে . . . ঘোড়াকে বাগে পেয়ে আমি যে কি করবো না. . . ওহ. . .

জিয়া – দোল - ৩

১৬/ ৩/ ২০১৪

দোল ... ক্যালেন্ডার কনকনে হাওয়ায় হেসে উঠল । হাওয়া মুখ ভ্যাংচালো মোবাইলে প্রেমের ভারচুয়াল সহ প্রাক্টিক্যাল ক্লাস শেষ আপাতত। দোলের কথা ভেবে আবিরহীন হাতটাই মুখে বুলিয়ে দিলাম চুমুসহ ... দোলের কথা ভেবে দুয়ার খোলা রাখতে ডুগগু ঢুকে পড়ল সমালিক। ডুগগুর গায়ে রং। টোনলু থেকে বদলি হাওয়া নিয়ে ফিরলেন মালিক আর জন্মদাতার ভূমিকা পালন করে ফিরল ডুগগু। ওর কোনও সঙ্গী নেই। ঐ মাঝে মাঝে কোনো লেডির সঙ্গে গহীনবাস. . .

প্রচণ্ড গরম কফি আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লস্যি পেরিয়ে প্রেম হেঁটে চলেছে। সুগন্ধি এর মধ্যবর্তিনী...আমাদের প্রেমে কে মধ্যবর্তে আজও জানি না। জাভা ও শ্রীলঙ্কার বেলাভূমি কে তাও জানি না। আমি বেলা বোসের মুখটা আঁকি। বেশ কয়েকবার বেলা বোস হতে হতে বেঁচে গেছি।

পিক কুহরিত হয় পিকু চায়ের লাওপালা ডিশ ... বারবার সিংহাসন থেকে সোজা ঐ বেলাভূমে ল্যান্ড করতে চেয়েছি। কবে চিচিংফাক হবে চিচিং এর দৌরাত্ম্যে ... চিড়েতন অর্থাৎ ক্লাব এর কথা ভাবো। অমন যোনিশ্রী আছে বলেই না উনি চিড়েতনী হলেন অমর কবির হাতে . . .

দোলের আবহমান খাদ্য আলুর চপ ভাঙগোলা আর ডিমের ঝোল ছেড়ে আমি ‘হাতারি’ তে খেতে যাব না ।

আমি রাধাচূড়া তোমার ভৈরবকণ্টক গলিতে... আমি ফেরির পিছন পিছন বহু ডালপালা দোলাই... দোলাতেই থাকি..... দোলাতেই. . . . . .

জিয়া – দোল – ৪

১৭/ ৩/ ২০১৪

মেলে ধরা ছাতা থেকে গত বছরের মিথোলজি ছাড়িয়ে তবে এ বছর ব্যবহার করতে হবে। ছাতা সারানোর কেন্দ্রবিন্দু রাসবিহারীর মোড় ... উইথ সি গ্রেডের রাস্তার মোমো। ক্লিয়ার সূপে ক্লিয়ার গঙ্গাজল। ছাতার বাঁটে টর্চের আলো আর এক চিলতে ব্লেডও পাওয়া যাবে... সার্থক রাজনীতিক মনে হবে নিজেকে। নক্ষত্রের কান্না আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে গায়ে ছিটকে পড়ছে। ধুলোবীজ এক পা থেকে অন্য পায়ে ছড়িয়ে পড়ছে ... জীবনের প্রতি লোভাছোঁচামির শেষ যে না পাই... এটা সার বোঝে পান বিড়ি গুটখার প্যাকেটগুলি স্টেশন চত্বরে প্রিয়সখা. . .

পাকা খুনি... পাকা ধর্ষক. . . হাত পেকে উঠলে মাটির পায়রা ডানা মেলে দেয় কলা মুলোর ঝোপে ... শীত আর হাতমোজা ঝাড়াঝাড়ি কোরে মাউথঅরগ্যান বেরিয়ে পড়েছে আলমারি থেকে. . .

ছাতার বাঁট মুখে ভাংগোলা তুলে ধরছে। কন্ডেন্সড মিল্কের বিগত মহিলাটির সঙ্গে আমাদের জাতীয় চিকণ গোয়ালিনীর দেখা হয়ে যায়। ছাপাশাড়ি নিয়ে যে সকাল খেলা করে তাকে তমসার তিরে শান্ত বিরহে ভেসে উঠতে হয়। সকালের মুখে বারবার হাত বুলোই। কতকালের চেনা প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফাগ মাখাচ্ছে। দোলেরও দুঃখের সমান হাজারো রঙ। ফুলরেণুর আবির... প্যাকেটের সতীত্ব নষ্ট করবো কিনা ভাবছি।

ডোরবেল বাজল। জানি বখশিশ নেবে হাতে বালা, মোবাইল, কানে দুল জমাদার... আজ হোলি ...স্ট্রবেরি ঘোড়ার ক্যাপশন বানাতে সময় যাবে।

জিয়া – দোল – ৫

১৮/ ৩/ ২০১৪

ক্ষয়া চটি বছর মেপে রেখেছে। সুখরানি দুখরানি চাকরানি শ্বাসকম গানে ও কবিতায় ম্যাসকট খুলে জমা খরচ ফ্লাকচুয়েট করছে। পূর্ব পুটিয়ারির বুবুন দোল খেলে জ্বরে ঢোল... প্রসাধনী আয়নার ক্যাবিনেট – গর্ভ বেড়ে চলেছে । বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনির ঝোঁক বেড়ে যাচ্ছে মানেই মশারির ভিতরে জোনাকির আদেখলামি।

আজ ভারি দিয়ে জল আনাতে হয়েছে। ফুচকা খাবার টাকাটা এভাবে খরচ হল। ভারিওয়ালা টুয়েলভ পাস। হঠাৎ করে বিয়ে করেছে বাচ্চাসমেত একটি বাতিল মেয়েকে। টিনের কৌটো বাজিয়ে ও ভালো হিন্দিগান করে। তার সাইকেলের দুপাশে পয়োধরা কলসিরা দুলতে দুলতে যায়। সাধারণত কলসিরা রঙিন আর ফাল্গুনে জন্মায়।

যে ফাইলটি আজ সাবমিট করা হল তাতে ব্রাইড চেম্বার আছে। দুরন্ত গানের স্রোত... বসেরও বস তা দেখে ফেললে পাটায়া বাতিল হতে পারে। উড়ন্ত চুমুদের নিয়ে সমস্যা নেই ওরা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। পাঠানো গিফট এবছর ফিরে এল। এ বছর পরিবর্তন... পাতি মানুষের বেঁচে থাকায় দুঁদে বুর্জোয়া কথাটা ঢিলের মতো পড়লে আহাহা... একা একা কতো হাসা যায় আর।

মধু আর বাতব্যাধি কাছে আসতে আসতেও হারিয়ে যাচ্ছে। কাউকে কথা দিয়েছি হঠাৎ একদিন হারাবো ব'লে. . . . . .

জিয়া – দোল – ৬

১৯/ ৩/ ২০১৪

আমার মুখের মাটি ও মধু কুমোরপোকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার বদলে পিছন পা আমার রকেট লঞ্চার হয়ে গেছে। টাটকা হাসির পাশে ভুচ করে হেসে ফেলে আফাটা তুবড়ি। কোনো কোনো তুবড়ি তো গম্ভীর মুখে হাসি গেলে। নেটফাঁসা যুগে কে এক গুর্জর মহিলা রিমিঝিমি মন নিয়ে মণিকর্ণিকা ফুল হয়। সোনার সীতার সোনা সোনা উপাঙ্গ নিয়ে কোলে এসে বসে। সুরাসুরি মস্তি... শিঙে না বাজিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকছে পাড়ায়। ঐ আয়া সেন্টারের সামনে দাঁড়ালো। ভয়ের কিছু নেই। চালকটি তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এটা পরকীয় ব্যাপার আমরা জানি। নার্সটি তার প্রেমিকের বাচ্চাটিকে জামাটামা কিনে দেয় তাও জানি। ওদের ঝগড়া অথবা গল্পের সময় আমার ঘরের দেয়াল দেশলাই বাক্সের ফোন সেজে থাকে।

ডাইরি লেখার সময় সকালের দিকে হয়ে গেছে। বরফ গলায় থাবা মেরেছে বলে বরফচিতার আওয়াজ গলা দিয়ে

বেরোচ্ছে। ওষুধ ভালোবেসেছি ... বিষ ও অমৃতের পাত্র দেখতে একরকম। মনে মনে সব বন্ধুদের নামে বিভিন্ন ওষুধের ফোঁটা দিয়ে রাখি। তারা বারবার বউ ফোঁটা, শিমুল ফোঁটা খেলে। শিমুল কাঁটায় যতটা আবির ধরে ততটাই ভালোবাসা বুকে থাকে এক জীবনের।

পুরনো আঠাগাছে নথিভুক্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন চন্দ্রমল্লার ভালোবাসা। প্রাচীন 'ALACK' শব্দটিকে ঘিরে সকাল মুখর ... সবাইকে বলি মুখর কোনো ওভারচার বা অন্তরার নাম রেখো না।
নিমগাছ জুড়ে নামীদামী কাকদের ছবি।

তানিয়া চক্রবর্তী

বটপাতার সঙ্গে পিটুনিয়ার লুকোচুরি. . . ২০১২

২০১২ সাল... পৃথিবীর সমুদ্র দিন পেরোচ্ছি...গরম হাত পায়ে বিকল্প বিক্রিয়াদের সাবধানী হতে বলেছি

১৮/ ৬/ ২০১২

ঘুম পাড়াতে আসি... ঘর কে কাঁহাতক ভালোবাসা যায়...যদি দেখি কেউ বেঘোরে চাওয়ার কথা বলে। অনেকখানি রাত রাতের থেকেই নিষ্কৃতি চায়...আরেকটু শোষণ ... বৃষ্টি আমায় খাবলে খা... মরি... কোন বৃষ্টিকে কোন খাওয়ার কথা বলেছি সে বোঝেনি...ছেলেটার মধ্যে তেমন কিছুই নেই...যা আমাকে একটুও টানতে পারে...সূত্র ছাড়িয়ে হ্যাঁচড়াতে পারে. . . অথচ হোঁচট খাচ্ছি...শিশুর মতো আকুল হচ্ছে তার শিস ...পুরোনো অঙ্কুশ দিয়ে কেউ মেরেছে ওকে... পাগল পাগল দৃষ্টি...অধিষ্ঠান থেকে সেই শৈশব হারানো ছেলের সঙ্গে একচ্ছত্র হই...আলেয়ার মতো দিন বলে "আমি একক ছেলে আমাকে নাও"। অপেক্ষা করতে বলেছি...কাল আমি শব্দ যাচাই করব

১৯/ ৬/ ২০১২

আজ বারান্দায় পিটুনিয়া... একটা বট গাছ ওকে কেমন দেখছে...শব্দ যাচাই- এর দিন ...লাল নীল ভাইব্রেশন. . . লেমোনেড বোতলের গায়ে ঘাম... মোবাইল ভর্তি আকুতি ... কার্নিশের ভয়...আমাকে ছাড়া তার বাঁচার ভয়. . . এবারে অ্যাড্রিনালিনকে কে বোঝাবে ইতিবাচক...আগেও শুনেছি তাই একঘেঁয়ে হতেই পারত...কিন্তু হল না. . . অন্তরে কিছু খসছে...যে পৃষ্ঠটান মানে...তার মতো লাগছে জলের ওপর মশাকে। ধারন গাঢ় না হলে বনস্পতি জন্মায়... এই ভয় থাকতে হয়... ছিল না তাই বলি "নেব, আসব - - - থাকতে পারব না, আমি যাপনের শ্রমিক, ধারাবাহিকের কর্মকর্তা নিয়তি রেখে গেছে হাতে, যা এখন দেখানো যাবে না"— এবারে নেবে ? সে নেয় কিন্তু অন্তরঙ্গে রাখে শিথিল শিল্প...ভুলে যায় তাড়নার অঙ্গিকার ...তার সমস্ত গাল আবছায়া বেড়ার মতো আঁকড়ে নিই - - - সে আমার "ডাস্টবিন ছেলে //উদবাস্তু প্রেমিক"।

২২/ ৬/ ২০১২

...কাচের জানলার সামনে বসেছি... মুখ ফুটছেই না ...একটা বিব্রত গাছ বারবার আছড়ে পড়ছে...এবারে কাচের

গায়ে ফাটল

রাত্রিস্নাত ঝিঁ ঝিঁ বুক তার চটচটে
বাঘনখে নাভিমূলে অর্কিড
বিগত জনিতৃর জালে একা বসি
লাস্যময়ী নই –
তান্ডবের তা উটপাখি নিয়ে গেছে
পাঁচ আঙুলে শুধুই ঝিঁ ঝিঁ

২০/ ৭/ ২০১২

বৃষ্টি অনেক কিছু পরিষ্কার করে দিতে পারে...আবার কাদায় চটচটে করে দিতে পারে...আজ বুঝলাম... কিছু জায়গায় চামড়া জল মেখে হাসছে কোথাও কাদার ফোঁটা ... আসলে কোথাও কোনো সূত্র নেই...প্রত্যেকটা অনুকূল ভঙ্গিমা চূড়ান্ত ভঙ্গুর ।। ঝিনচ্যাক নাম নিয়ে মজা লেজের ছেলের এক্স রে দাগ খুঁটে খাই—আহা প্রেম...আমার কবিতারা ঘুম ঘুম চুমু খায় বাসিমুখে, তখন বুঝিনি হাতে হাত বড় ফাঁক... তোমার কার্নিশ, মৃত মায়ের দুগ্ধ আমাকে ভাবাচ্ছে।। এর আগে অনেক চুমু ছিল কিন্তু তাদের চামরে হাত বোলায় নি। তোমার সমস্ত গোলাপ আমাকে ল্যাপটপ থেকে সিলিং –এ ঝোলা মেয়েটার কথা মনে করায়- - - তার দাঁড়কাক অ্যাড্রিয়ানা নামে প্রেম খোলে — আমার আধা আত্মার মতো কেউ চলে গেছিল এই দিনে। আগের বছর টেন স্টার গ্রুপের একটা মেয়ে প্রেম প্রেম খেলে গুমঘরে মরে গেল...তার ছাই আমার স্বপ্ন থেকে অরন্তুদ চাদরে। প্রেম না অন্তঃক্ষরা,- - এত মৃত্যু দেখলাম নিজস্ব দেয়ালে... এবারে ভয় করে ...মৃত্যুর অনেক রকমফের। একশত চুমু আর সম্পৃক্ত আলিঙ্গনে নারী বুঝো না... তাহলে সকলেই এক। ঈশ্বরী নই - - - তবু অতিপ্রাকৃতে থাকি...ভেতরে মেঠো পথ - - - তবু জল- কাদা মেশাই না। চোখ- ঠোঁট- উরু- স্তন এরা শুধু ত্বক ।। বাস্তুতন্ত্র ভেবে আদর্শ খাদক হলে পর্ক খাও, প্রেমিকাকে নয়।

১৬/ ৮/ ২০১২

আমারও ধমনীর পাশে গর্হিত রক্ত এখন অনেক খানি বুঝেছি তোমায় - - - সকলের মতো আত্মতুষ্টিতে বাঁচো... মেয়েরা হয়ত নরম হয় . . . ওদের নামাতে গেলে বুঝি মর‍্যালিটি চুষে নিতে হয়! ...মেনে তো নিয়েছি সুখের দাগ ।
শোনো, পেট কে ভালবেসে নাভিকে ঘা দিয়ো না... জানো তো ওটা আগুন ও খায় না। লোকে বলে ভিন্নমুখ উঁচুদর. . .
চারিদিকে ছিছিকার ফেরারী- - - একটাও এ+/বি+ নায়ক দেখি না। আমার শিলপাটায় তোমার বুক লেগেছিল এতদিন. . .

“সিম্পোসিয়াম” জানো তো প্লেটোও শর্তহীনের শর্ত। আমার ছবি আঁকো- - - দরকারে নগ্ন কিন্তু বিশেষ অঙ্গে এসে আবার দোলাচলে এসো না—কেন ঋজু হলে না?.. তাহলে ছাড়তাম না।

নভেম্বর ২২শে জন্মেছিলাম...আবার জন্মদিন...ভাগ্যিস অ্যাম্নিওটিক রসে কেউ হাত চোবায় নি! জন্মদিনে আমাকে উপহার দিতে হবে না... উন্মাদগামী হোয়ো না, লুকিয়ে রেখো না ইতিহাস ...যা অস্ত্র ভাবছ তা অস্ত্র নয়, শীৎকারে যদি দেয়ালা মেশাতে পারতে তবে বলতাম পুরুষ... এটা বাস্তুতন্ত্র ঠিক, তবে তুমি তো মানুষ, তাই আগে আত্মা খাও - - - আত্মা খাওনি বলেই মাংস ভাবিয়েছে তোমায় — বলতে পেরেছ ঝলসে দেবে। এককন্যার গূঢ় অশক্ষমতা... তবু জিঘাংসা নেই।

২৩শে নভেম্বর... সমুদ্র আর পাহাড় যদি আমার বিছানার পাশে ভাবি দেখব কাকতালীয় এরায় কে যেন হাত চুলকাচ্ছে ...এটা অনভ্যাসের নয়।। যারা চারমিনারের স্বপ্ন দেখে চারমিনার খায় আজ রাতে তাদের দেখছিলাম গঙ্গার ঘাটে...শরীর ওদের কাছে এপিথেলিয়াল স্তর ... যোনির স্তর আছে তো ...তা থেকে জনুর খেলা...প্যানসেক্সুয়াল মানে জেন্ডারব্লাইন্ড একদিকে অসুখী কিন্তু জটিলতার কোশ ওদের কাছে সাইকেলের স্পোক মাত্র...এখন তোমাকে মনে পড়ছে । তোমার অবিনশ্বর বোধহীন কথা আমি মানছি . . .তোমাকে পুষ্ট করছি ...নার্সিসিজম...মশারি রাজযোটক...প্রেম স্পর্ধাহীন. . . একমাত্র কোলবালিশে মরা তুলোর দায়- - - দায় কেউ নেয় না- - - গুরুচন্ডালী খেলা...ব্লিচিং আর রেচন মিশলেই ঝাঁঝাঁলো. . . বটপাতায় তোমার নাম- - - নিজেই লিখেছ- - - তলায় তারিখ- - - ভাবতাম কি ন্যাকামো...মাইক্রোওভেনে বটপাতা পুড়ছে. . . যা ছিল সব পুড়িয়ে দিলাম- - - কিন্তু অস্তিত্ব এঁটেল মাটি...ছাই এ আমার হাত ভরছে।।। কক্সিস- এর দায় এড়ানো কি যায়- - - যখন একটা অতিরিক্ত হাড় মনে করায় একসময় আমি মানুষ ছিলাম না।

ওরে কাকতালীয়
এই আমার সমুদ্রপট
ডেভিডমূর্তি ঘুমায় পাশে- -
যখন তুমি শাক্ত ছিলে
শরীর বোধহয় পাঁকে ছিল
যখন আমার কুমোর আমায় নেবে
পদাবলীতে জম্বি নাচবে
এখন খরার দিন
চোখ দিয়েই গর্ভ জুড়ে
বসিয়ে দাও সুখী বাণ

৩০ শে নভেম্বর বিগত সময়গুলো কারোর সঙ্গে কাটায় নি- - - বটপাতা আর পিটুনিয়া নান্দনিক... পিঠে হাত রাখলেই এলোমেলো লাগে...আজ দেখছিলাম প্রতিসম না হলে - - - ফেরোমন ব্যার্থ হয়...গোঁড়াঘরে এপিব্লেমা খুঁচিয়ে খাচ্ছে ছত্রাক ২০/৪/২০১৩ একটা দীর্ঘ সময় পেশিতে ব্যাথা - - - আমার নামে ছেঁড়া পৃষ্ঠা উড়ছে...অনুকৃতি মানবেতর জীব করে- - - আত্মরক্ষা- - - মানুষ করে উচ্চপদের জন্য- - - প্রেমিক করলে - - - জেলখাটা কয়েদি লাগে- - - প্রেম থাকে - - - কিন্তু ক্যাতক্যাতে হয়ে যায়...তাই হল... ভুলেরও সুখ থাকে ওরা ঠিক চিনতে দেয়- - - পিটুনিয়া আর বটের লুকোচুরি হয় — প্রেম নয়! খররোদ অপুটু এপ্রিল...আমরা আর নেই- - - রূপসা নদী কালবৈশাখী চিনিয়ে দিয়েছে... ও প্রেম বেঁচে থাক... দূরে থাক। সংসারে এবার প্রেমিক নয়... সাধক আসুক।

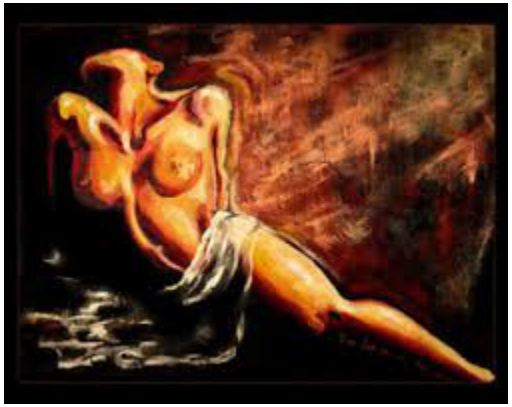

কাব্যডায়েরি

প্রলাপ নামচা

অগ্নি রায়

৩ মে / ২০১৪

উষ্ণতায় কুসুম গলে। ডিমের ! ফুটন্ত জলে খোলা ফেটে বেরিয়ে আসা সাদার উত্তাল পেইন্টিং, সসপ্যানে মহামায়া। বার্নারের বাড়তি নীল্ খুন করলো ডালনা বানানোর গৃহস্থ চেষ্টাকে। কুচি করে কাটা পিঁয়াজ, আদা রসুন টমাটোর মিক্সি- মসলা, সেদ্ধ আলু- - - - - প্রত্যেকের কাছে অপরাধী লাগে। কে আর হৃদয় খুঁড়ে ফ্রীজের গহন থেকে বেরোতে চেয়েছিল

৫মে / ২০১৪

যমুনা ব্রিজ- এর টং- এ অপ্রত্যাশিত গোঁত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল অটো। চালকের মূত্র- টান মে মাসের অকপট সূর্যের মতনই সারল্যময়। ব্রিজ, যদি মন দিয়ে দেখি, এখনও আমার বিশ্বকর্মা পুজোর কথা মনে পরে। ক্যামেরার ঘাড় হালকা ঘুরলে দেখা যায়, যার মাথায় ছ্যারাত করে ইউরিয়া ঢালছে ইউনিফর্ম পরা চালক। ওর শরীর কি চিনি তে নুব্জ? এসব বাড়তি কেচ্ছা সরিয়ে দিলে এই প্রিমিয়াম শহরের পাঁচতারা সেতুর উপর সবই চলমান, শুধু আমাদের নৈবেদ্যর মত ফ্রিজশটটুকু ছাড়া। সামনের হলুদ কালো ফ্রেম- এ ঘেরা প্লাস্টিক জানলায় দেখা যাচ্ছে পরশে বি এম ডবলু কালো চিতার চলিষ্ণু বিশ্বব্র্যান্ড। চালক কাজ সেরে এসে মৌজ করে গদিতে বসে বোতলের জলে হাত শৌচ করার পরই অলৌকিক স্থবিরতা যথারীতি ভেঙে যায়. . .

৭মে/ ২০১৪

ভোর শেষ হতেই চঞ্চল যে পায়রা ঝাঁপিয়ে বসলো বারান্দার টবে পুরিষ মোচনে তাদের দেহভাষায় আলতো মৃত্যু লেগে আছে। সেভাবে দেখলে কোথায় নেই ? প্রত্যেকদিনের অভিনয়শৈলী থেকে আন্তরিক আদর, কিচেন- এর মারমার কাটকাট গন্ধগোকুল থেকে ফ্লাইট- এর বোর্ডিং পাস পর্যন্ত সর্বত্র। তবুও একটা করে দীর্ঘ টেলিফোন বকেয়া থেকেই যাচ্ছে

১২মে/ ২০১৪

গরম বাতাস সেঁক দিচ্ছে চাকরিযাপনের সেলাইয়ে। সূর্য তাই প্রখর। গোটা দিন শরীর জুড়ে অপেক্ষা নিশি তরকারীউলির জন্য। সে সাজিয়ে রাখবে দগদগে লাল টমাটো বিলাস আর সজনে ডাঁটার লম্বা সবুজকে। সব্জি মন্ডির বিষণ্ন আলোয় ভোগে যাবার জন্য লিসবিস করছে কাটা কুমড়োর হলুদ, ডবকা বেগুনের বাসনা বেসনের চপ, মেধাহীন লাউ, প্রভুভক্ত পটলের অনুচ্চারিত কামকথাকলি ! এরা সবাই মিলে বদলে দিতে পারে আমার আপনার সরকারকে

কবিতা

মলয় রায়চৌধুরী- র কবিতা

কারনিভোরিণী

‘আমার মাংস দিয়ে আমি তোর মাংসকে কারনিভোরের দাঁতে ভালোবাসি…. ’,
জানিস কী বলছিস তুই… মগজের ভেতরে ভিজে মনখারাপ অন্ধকারে
চেয়ার আছড়াবার কাচের পার্টিশান ভাঙার সন্ত্রাস…হাড় চিবোবার. .
অদৃশ্য মানচিত্র প্যাচপেচে বিশাল চেহারা নিচ্ছে আর ত্বকে দাঁতের অতীত
আমি তার মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছি… ফুরিয়ে যাওয়া টেসটোসটেরনের স্ফূর্তি
একাগ্রতাকে বেঁকিয়ে দুমড়ে চুরমার… স্মৃতির তেলঘানির ড্রোনগুঞ্জন. .
‘আমার ফ্লেশ দিয়ে আমি কারনিভোরের মতো তোর সমস্ত ফ্লেশ ভালোবাসি. . . ’
মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে… মুখের ওপর ঝুঁকে কাঁপাকান্না…শ্লেষ্মা. . .
নিঃশব্দ হাউহাউ…তরল আয়নার ফোঁপানি…থাবায় ছেঁড়া…লালা. . .
হৃৎপিণ্ডের ঝুরি…পাকস্হলির শেকড়…মুখে মুখ জিভে জিভ…
ঝাঁঝা দুপুরের একাকীত্ব ছারখার শকুনেরা ঘিরে রেখেছে রক্তমাখা কংকাল
মৃগিরুগীর কল্পনা- মেহন মাখিয়ে মগজময় ছড়ানো মাংসের আঁস্তাকুড়. . .
গায়ে সে কি জোর… অবিরাম লাথালাথি…কবেকার দিনখোয়াবের
ছবিগুলোয় উল্কি দেগে আমাকে আমি থাকতে না- দেবার ষড়যন্ত্র
শব্দকে কুরূপ করার সদগুণ…দৃষ্টিতে পলতাশাকের স্বাদ..চিন্তার স্বচ্ছ- কুয়াশায়…
‘আমার দুর্গন্ধ দিয়ে আমি তোর দুর্গন্ধকে কারনিভোরের চেয়ে ভালোবাসি. . . ’
থুতুর আগুন…তামার স্তনে নিকেলের বোঁটা…শ্বাসে বিশৃঙ্খলা…খোঁয়ারি. .
ফাটলে লুকোনো ঘেমো কাহিনি থেকে বরাদ্দ উল্কাপাথরের আলোয় লেখা
হাড়ের ভেতরে শিরশিরে দুঃখে পা টিপে তুই মাংসিনী…তোর আঙুলের
ঘুরে বেড়াবার শখ…গৃহসুখী যুদ্ধপিঁপড়ের কুচকাওয়াজ…কী ভাবে যে
পোষ মানানো যায়..কিছু একটা ঘটবে- ঘটবে…তোর বয়স বাড়ে না

অথচ তুই বাড়তে থাকিস টিম টিম টিম টিম টিম টিম...তপ্ত ঢেউটিন. . .
‘হ্যাঁ, ঠিক শুনছিস...কারনিভোর...কারনিভোর...নিছক গার্লফ্রেণ্ড নয়. . .
কোমোডো ড্র্যাগন নয়...অ্যানাকোণ্ডা সাপ নয়...কুমিরও নয়...
বিশুদ্ধ কারনিভোর...শৈশবে মাইয়ের দুধ খেয়ে এখন যুবতী, বুঝেছিস,
আমি সেই কারনিভোর- ভালোবাসা দিয়ে তোর মাংসকে ভালোবাসি. . . ’

বারীন ঘোষাল- এর কবিতা

চিঠিপোড়া

শেষ তক চিঠিহীন মানুষকে ডাকলো এক দুই শারীরিক চিঠি
ডাকবাক্সটাই তার লালাল্লা দেহ
হোহো ডাকে
ফিজায় গামা
বিটা
রো

না

হটতে হটতে হটেনটট
জুজুত্তাময়

কেয়াবাত

শুধুমাত্র জামায় জানা ফান্টুস
কালোয়ান মোবাইক
রেত রতি না
গগল্‌স
খালি পিলিয়ন
এসব আমাদের ছোট বেলাকার
যতবার নিমগাছটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি
রেললাইনে কান পাতার দিন
ফুলশয্যার রাত
কু- উ শোনা গ্লাসে বিষাদের লাস্ট পাঞ্চ
এই আর কি

আমিই সেই মানুষ
আমিই চিঠি
মতোনীড়ের অংক
তোমরা আমাকেই লিখো আমাকে আর মঞ্চে পড়ে নিও
আগুন জলের বাইরে চোখ গ্যালো চোখ
গ্যালো
ইমোশনের ইলেকট্রনরা ব্রেক মারছে ঘুমোবে বলে
সেই শব্দে পুড়ছে চিঠিগুলো

ঋষি সৌরক- এর তিনটি কবিতা

হোটেল কোলকাতা - ৮

এই শহর জাপ্টে ধরেছে অশরীরি কোনো অসুখ
নির্ঘুম অনেক প্রহর পেরিয়ে
হাসপাতালের সজল চাতাল দোলায় বৃষ্টির ছাট
উড়িয়ে দিচ্ছে স্কার্ট দুঃখের খলবলি বুজে
হাঁটুজল কাটছে বিকলাংগ ডমিনোজের সসব্যস্ততা
তার অবিকল নাকে গুঁড়ো পাপের মরিচ -
গাবাঁচানো ট্রাফিকে লাগছে হাওয়া
কাগজের ঠোংগাগুলো পুরোনো খবর বয়ে বেড়াচ্ছে সস্তায়

সর্বনাশের টিপ ধেবড়ে গ্যালো
হসপিটালের ঠাকুরটিও মরসুমের সুঁতোয় গিঁট বেঁধে আজ মাংসাশী

হোটেল কোলকাতা- ৯

ইজাক্যুলেশনের সাইরেন বেজে ওঠে -
একটানা খাত থেকে অন্যদিকে বাঁক নেয় রাতমেয়ার
সাধারণ খাটগুলোতে সাধারণ বিছানাপাতা
শেষ নিঃশ্বাসের দাগ খুঁজে লাভ নেই

আমরা ওত পেতেছিলাম অন্ধকার একটা সাড়া দেবে বলে

প্রতিক্রিয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ইন্সটিংক্ট
আস্ত ওজনগুলো গিলে নিচ্ছে নিঠুর ডিপথ্রোটের ধরপাকড়

হ্যালো মিস্ সাইকোলজিস্ট হ্যালো মিসেস বেশ্যা
কতকিছু নিজেকে শোনার বাকি

এখনো যদি হাত না কাঁপে

শুধু নিয়ে যা ... নিয়ে যা সমস্ত নিশ্বাস ... না ফেরানোর সহজ শর্তে

হোটেল কোলকাতা- ১০

রগচটা ডেসিবেলে ফুলে উঠছে ঘেঁটে ঘ মাথার শিরা
আলোর ছলচাতুরী কাটছে প্যারোডির কামানো নাভি
এ অদ্বিতীয় মেলোডির অকালমৃত্যু কিভাবে পাঞ্চ করবো তোর উন্মুক্ত ঠোঁটে

অবিরাম ডাবল্ বেসে নটরাজ রিদম তছনছের ঈন্ধন দিচ্ছে

তাই বুক থেকে উপড়ে নিচ্ছি স্তন চেল্লাচ্ছি মা মরা পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছি নিজেকে লেহন করার অমানুষিক নেশায় আমি ফ্রয়েড পড়িনি বাতসায়ন পড়িনি বাতসায়ন পড়িনি এবং
আমি হারিয়ে যাওয়াদের একজন

প্রণব পাল- এর দুটি কবিতা

বুজকুড়ি

হাতে শূন্য বুজকুড়ি। ফেনাদার হাওয়ায় আর্তনাদ ঘুরছে আহ্নিকে। প্রতারকের মুখশ্রী। লন্ড ভন্ডনাচ লিখিত চল্লিশ ডিগ্রীতে পোড়ে কিতাব লিখিত ইয়ুংকিত মেধার বাংলা ঠেক, জামার হাতায় গুটানো বারদুয়ারি। নিদ্রিতের সিনে- মহল। হাহাকার বাহিত জিনে ভিক্ষা ফুটছে পৃথিবীর ফুটপাথে, ভিক্ষা ফুটছে লোকাল সীমানায়। লুকানো লোভ, লাভ কুড়োচ্ছে পদ্যের ছদ্মলাভায়।

হল্লাবোল ডাকি কোন দিকে ! সিরিয়ালগ্রস্ত ভেড়াদের মডার্ণ টাইমসের বিপরীতে মিথ্যে

শূন্যের দশদিক বিছানো আকাশ একলা বাজে। আর্তনাদ ফেরে বোবা মেধার অ্যাসাইলাম রুমে। নিজের বিকলাঙ্গ বয়ে বয়ে আয়নায় পৃথিবী তাকাই। কঙ্কালসার গ্লোবের স্কেলিটন ঘোরে। ভিখারী দিয়ে বানানো সবুজ পৃথিবীর ফটোগ্রাফ দোলে পোস্টারে পোস্টারে।

শ্রীঝিম্

হাতের অসীম ভেঙে পড়ছে পায়ের সীমায়। ফুল ফোটার চলচিত্র আঁকা ছুট থেমে আছে কিন্তুর প্রশ্নবোধকে। রেখে দেওয়া পেন্সিল থেকে নতুন প্যানোরামায় হাঁটি। অনুভূতি লেখা ভুশুন্ডির মাঠ জুড়ে শুয়ে থাকা একলা স্বজনের সাথে রাত ভাগাভাগি। ভিতরে লিখিত প্রবন্ধমালার গায়ে অদ্ভুত ছোঁয়ানোর খেলা। ম্যাজিক লেখা মগজের বাইরে। গড়ানো চোখের মার্বেল খেলা বিদ্যালয়ে নিরুদ্দেশ ছাপানো বিজ্ঞাপন। নিজের পোর্ট্রেট আঁকতে আঁকতেই লিখি গ্লোবিত আভাগার্দ।

পেন্সিলের ডগায় কার কথার ছটফট ! কিছু না বলার লম্বা হুহু জুড়ে সাহারা। সোনার কেল্লা বানাবার পন্ডশ্রম লিখছে দুপুরের ক্লান্ত শ্রীঝিম্। অনর্গল আত্মহত্যা লিখছি জাগা লাসের হরতালখানায়।

খুলিখোর শহরের মিনাবাজার জুড়ে গুলিখেকো হুল্লোড় বসেছে চাঁদ হারা পৃথিবীর লুম্পেন মলাটে।
বহুদিন পরে আজ অ্যাসিড টেস্টে ধারা পড়ে গেছে এক কবিতার চোর। লাসকাটা ঘর জুড়ে ছড়াই আতর।

রঞ্জন মৈত্র- র কবিতা

দিয়ারা

আলো কি উথলে উঠলো সিঁড়ি বেয়ে
আলো কি মন্দির
এক গন্ধ ফোনে আসে
এক গন্ধ চরাচরণ মৃদু বাগেশ্রীতে
শ্রীতোলা শুক্রবার কোথায় রয়েছে
বারকোষে বারকোডে
কমেন্ট করার মুখে ছবিগুলো
মুদ্রার আঙুল চূড়ায় ছবিগুলো
দুখতোড়া একি শামাদান

নিশ্চিত করা যত সবুজ টিকিট
আপারে কাঞ্চন আর লোয়ারে সোনারি

মেসেজের বাতিঘর মিস কোরে
তারপর সিঁড়ি ও কলিংবেল
তারপর টেবিল বলে জ্বালো
উম্র কি মশাল
সোঁদা গন্ধ ঝ'রে পড়ে
কতদূর বিরান মাইলস্টোনে
বি- ফ্ল্যাট জানলার নিখাদে

প্রদীপ চক্রবর্তী- র কবিতা

পহেলবানের দুঃখ

১.
ফুলেভরা বাবুমণির পাশে সাঁওতালী রঙ।

গাছের আদলে থেমে থাকা ভুল ত্রিলোচন,
ভ্রান্ত অ্যালুমিনিয়াম পাত্র
পোশাক আশাক তুল্য নষ্টনীড়ের কদমছাঁটি পহেলবান
ছা- পোষা বটে, তবুও তো ফুলে ভরা
মনে হয় যেন খোলা আকাশ থেকে শূন্যমুঠিতে কুঁঅর।

এইবার, হয় এসপার নয় ওসপার
হাসছে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়া পাহাড়ী কলাবতী
আপাতগ্রাহ্য মনোরেল
কালপুরুষের এঁদো পোলটুকু পেরোলেই
সারারাত পোলকা নাচ।
পরিচর্চাময় পেশী
দমাদ্দম রচনাহীন রঙ
ফুরোয় তাড়াতাড়ি. . .

ঘুণপোকায় নুয়ে পড়া আকামা গাছ শুধু
পহেলবান কাঁধ দিচ্ছে নভোনীলিমায়. . .

২.
মৌনহারা বনের শরীর থেকে পাতা এসেছে
এ দেশের তোবড়ানো চানাচুরের ঠোঙায়
পাড়ভাঙা হাবিজাবির মতো নীলবিষাদিয়া নিষাদ
পেখমের সর্বোচ্চ উপশম একটুকরো অলিগলি
পাথর ভাঙার বাঁধন
এখন আমার চারপাশে মনে হয় যেন
শূন্যমুঠিতে ধরা
নীল বিষাদিয়া নিষাদ

ছাপোষা তরু- ময়ূর

প্রমোটার এগোচ্ছে পরাহ্ন- অপরাহ্নে- গুনগুনিয়ে
হোটেল ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে স্তুপ স্তুপ পেঁজা তুলোয়
রোদ্দুর ছোঁয় সেভিংক্রিমের গন্ধ
তার ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে ফোঁটা. . .

৩.
বাস্তুহারাদের ঠোঁটে নিয়ে ব্যাকরণ উড়ে যায়. . .
লাঙলের ফলায় এই শেষরাত নিঙড়ে অপাবৃত ঘুমোলে
উড়ে যায় ফেনা ফেনা আলুভাজা

আলুভাজা = রজনীশপূরম
আলুভাজা= দুনিয়া দাবড়ে উলট- ঝাপড়া খেয়ে
সম্বিৎ ফিরে পায়
আমার মল্লিকাবনে রগড় লাগে খুব. . .

সমজদারির থিয়োরি ছাড়ো গুরু।
পসরা যে ভাবে খুনসুটিপনা মনে মনে ছাড়ে
স্নিগ্ধ মায়াবী স্বচ্ছ উন্মুক্ত একক জড়িত রোদ ও দোড়ের
হল্লাবোল

সব ছাড়ানো ও ছড়ানো মৃদু ছোঁয়া
কী ছিল, কী যেন কোথায় ছিল
কিছু কি নাছোড় থাকে?
অলিভনীল বান্দা
শবডহরের বুনো ডোম
মেঘ কিন্তু ট্যাঁশ হল না
হল না অদ্ভুত
এক কলকাকলিতে নামিয়ে আনছে ব্যবহারহীন
আহির

ভৈরবী
ভূষা
বস্তু তারই শিখা বিসমোতির ঝরোকা
দিকহারার তড়াগে পাখিপাতায় স্তূপ হয়ে হয়ে
তীব্র কিশলয়
হাওয়াপ্রয়াসী থরে বিথরে নহর পহর সহবাসহারা
আফোটা মুকুল মুখর. . .

৪.
ফুটছে লিকারের হালকা সর বারোতলা বনসাই প্রান্ত ছুয়ে
বারোদুয়ারীর বহতা চুড়ি
মনসুখী মেয়েটির মুখে ভুষো, একবিন্দু তিল
লালফিতের শেষপ্রান্তে বসা-
পলাশ থেকে উঠে আসছে ব্রণ আর বয়স্কতা
সিংভূম ঘরবাড়ি, কোতোয়ালি আকাশ অলেখা
একটা ফতোয়া পকেটে পড়ছে না
বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে তুখোড়
হাতে ও ঠোঁট চাপা- ঘাম
আঁতিপাঁতি বালতি গড়িয়ে জল,
মাঝে মাঝে টেবিল প্যাকিংয়ের কাগজ ওঠায় পহেলবান
আকাশ অবধি দোলে ভাঙাচুরো
কেউ আগলাবার নেই
সুনসান্ হয়ে গেছে একহাট তারা. . .

৫.
এসো পানীয় সুমারি দিয়ে
শ্বাসকষ্ট মোছো
যা অবারিত পানীয় জগৎ
পানীয়া ভরণ. . .

চৌচির নির্জনের দূর পসরাচিহ্ন থেকে
পাখির ঝরা আসে মেঘ
নতুবা ধ্রুবা জ্বরাতুর

বিকচ মেশিন দলে দেহস্থ পুরীষ
ক্ষণেক তেল মর্মরিত কালিতলে যার
না- বলা মোবিলমাখা কয়টি অস্ফুট গাছ
শূন্যময় নিক্ষিপ্ত নূপুর আদিম স্তরে স্তরে
শেষ দমটুকু চেপে আছে তেষ্টা
বারিষ বরফিনার হাওয়া- টান
যাওয়া হয় না আছড়ে পড়ে
কারা যায় ফিরে হালকা শরীরে
আর কীই- বা দেওয়ার ছিল
অতলবিতলের ডোবা বনকুকুরের সারি,
ভেঙে যায় ক্ষণে ক্ষণে. . .

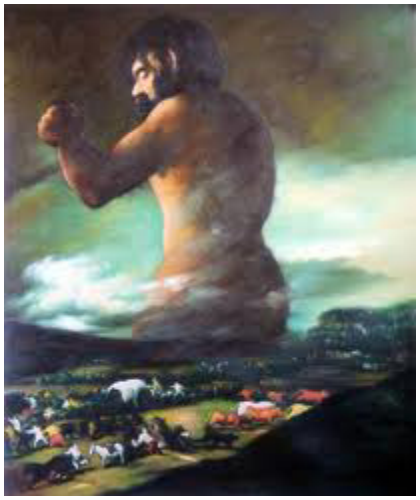

অনুপম মুখোপাধ্যায়- এর কবিতা

~~খাজুরাহো ১~~

।
মুখ
ফেরাচ্ছে
পুরনো সমাজ। বাড়ি। ছোট হচ্ছে।
বাড়ছে
।
জামাকাপড়। আঁটো হচ্ছে। ঝাঁট।
দেওয়ার সময় কাঁধের স্বাস্থ্য ফুলে ফুলে উঠছে
।
১ তলার ঘর
১ তলার ঘর

আবার জন্ম নিতে চাইছে
ছেলের শিশ্নে। তার মেয়ে
আসছে পৃথিবীকে

নিরীহ ঝাঁকিয়ে
।

~~খাজুরাহো ২~~

।
দুইকোণা তিনকোণা চারকোণা মেসিন
বিকার সহ
নির্বিকার
ছিঁড়ছে
খুঁড়ছে
বাস থেকে সংজ্ঞাহীন ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে
।
কোনোকিছু ভেজাচ্ছে না
।

বিধিকে বাঁকিয়ে
এই মেসিন সেক্সের প্রসঙ্গ দেখাচ্ছে
মেসিন
মেসিন
।
রক্তপাত থামাতে থামাতে
আনন্দকে নিয়ে কেউ বাক্য বলছে না
।

~~খাজুরাহো ৩~~

।
যোনির গিঁট খুলে সে কাকে ছেড়ে দিতে চাইছে? লিঙ্গের
গিঁট খুলে সে কাকে ছেড়ে দিতে চাইছে
?
বিপুলের ইতিহাস
লিখে ফেলার আগে
হেনস্থার ভূগোল লিখে ফেলার আগে
আমরা
অনুষ্ঠানে

গুছিয়ে রাখছি পোড়া ঘাস
গুছিয়ে রাখছি আদরের সুটকেসগুলো
।
এই সেক্স
কাদের বলো না
?

~~খাজুরাহো ৪~~

।
লাইট
ক্যামেরা
অ্যাকশন! !

! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!গহ্বরের দিন
আপনার জন্ম হচ্ছে

গহ্বরের রাত
তোমার জন্ম হচ্ছে
।
উন্মাদ সরিয়ে দিচ্ছে উন্মাদের হাত
অশ্লীলের ছাপাখানায়
কষ্ট হচ্ছে
কষ্ট হচ্ছে
কষ্ট
হচ্ছে
।
দিন
এবং
দাও
।

~~খাজুরাহো ৫~~

।
মেয়ে থেকে উঠে দেখছে মেয়ে তখন ভয়ানক ফুরিয়ে এসেছেন। নারী থেকে
উঠে দেখছে নারী তখন কোথাও নেই। মহিলা থেকে উঠে দেখছে
ম
হি
লা
হাল্কা
আরো হাল্কা

তখন আরো বীভৎস
ও

হাল্কা হয়ে আসছেন
।
অতিরিক্তের একজন সাধকের জন্য
অতিরিক্তের একজন পূজারীর জন্য
অতিরিক্তের একটি মানতের জন্য
যখন
আমাদের সমাজ সংসার থেকে
আতঙ্ককে সেক্স নিয়ে নেমে যেতে হচ্ছে
আর
তারপরেই
সাফ করে বেড়ে বেড়ে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে
।

দিলীপ ফৌজদার- এর কবিতা

সময়

১
কটা আলো বসেছে রাস্তায়

জানালার কাচে এক বিশাল বিমূর্ত ছায়া
মুখ বাড়াচ্ছ । উঁকি দিচ্ছে দেয়ালের
বড় বড় অক্ষরমালা
প্রাক্তন গৃহিনী সুলভ এই অনুপ্রবেশ
অধিকার বোধে তৃপ্ত
সারাঘর ভরে আছে ছায়ায়

২
শরীরটাও এক পুকুর জল হয়ে আছে
স্নানে ও জলে মিলেমিশে একশরীর জ্যোৎস্না
আলোর অবরোধকে উপেক্ষায় থামিয়ে দিয়েছে
অন্ধকার না থাকার কাঠিকাঠি অন্ধকার
সাদা কাগজের গায়ে উদ্ধত অক্ষর
যেন বোঝাতে চাইছে অক্ষমতা
সদ্য লেখা ছবিটা তার উপকরণ

৩
অন্ধকারের নীরব অবিচলনে
মিথ্যে হয়ে আছে দেয়ালের নির্ভরতার পুরাণ

৪
যেন স্থির হয়ে আছে সময়ের কলকাঠি
যেন এক্ষুনি দুদ্দাড় নেমে আসবে প্রলয়
যেন কেউ জেনেশুনে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে উদ্ধত খুরের শব্দ সারা দেশ
যেন সব সামন্তেরা, পুরোহিতকুল গোল হয়ে বসা ঝলসানো মাংসের লোভে
যেন কেউ মাতিয়ে তুলবে এসে অকালবোধনের ঢাক

৫
যেমন অঘটনের ক্ষণ এলে দুর্বার গতিও স্তব্ধ হয়ে আসে

যেমন ফাল্গুন বৃষ্টিও কড়াকড় বাজ ও বিস্ফোরক আলোতে জুজু দেখাতে চায়
যেমন তোমার- আমার নামের শপথে কেউ সিংহাসন হাতিয়ে নেয়
যেমন বিষাদে যায় বিজ্ঞাপনক্লান্ত সব যজ্ঞঘোড়া আহুতির আগে
যেমন ঘটনাচক্রে সেজে উঠেছে দেশ সবাই ডুবে আছে আনন্দে

৬
শপথে নিন্দায় টেলিভিশনের পর্দা ভরপুর থাকে সর্বক্ষণ
একটা কথাও না শোনা গেলে কারো কারো
পথ থেকে কাঁটারা সরে যায়
সবাই কেনাকাটায় ক্রেতা ও বিক্রেতা
ক্রমাগত বদলে নিচ্ছে বেটন, বদলে নিচ্ছে পণ্য,
বদলে দিচ্ছে পণ্য অদৃশ্য হাতের ইন্দ্রজাল
সবাই দেখতে পায় না ।

৭
একটা গান চলছিল যখন ডুবে ডুবেই দরজা খুলে
একেবার বাইরে উদোম
কোলাহলের মাঝখানে এসে তখন আর গান নেই; মনেও নেই যে ছিল
সময় একটা ট্রেন যার নিজের কোন
কামরা নেই ভেঁপু নেই হরকরা নেই
বায়োস্কোপের বাকসো খোলে কাচের ফোকলে আর
বদলে যাওয়া শব্দেরা দৃশ্যের সঙ্গে মিশে
খুলে দিচ্ছে একে একে মায়ানগরীদের বুলন্দ দরওয়াজা

৮
আর কিছুই থাকে না এই কোলাহল ছাড়া
আঁকুপাঁকু করে শব্দদূষন নিউজচ্যানেলের বাইরে বেরোতে চায় ।
সঙ্গীত আটকে পড়ে সুলভ সিডির আবদ্ধ তন্ত্রে
কোলাহল শুনতে শুনতেই বয়স বেড়ে যায়

৯
ভেতরটায় আর বাইরেটায় কোন মিল নেই
আসবাব- আবহাওয়া- আচরণ সব কিছুতেই
শতেক বছরের ফারাক
ম্যুজিয়ম বা ট্যুরিজম রকমফেরে যেমন
ভেতরমহলে চলে এলে সব আলগা, উটকো

১০
থাকাটার এই সর্বস্বতা
দুদণ্ড জুড়োবার জায়গাটায় সর্বস্বান্ত্
কেউ আহা বলার আগে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাই

ইন্দ্রনীল ঘোষ- এর কবিতা

ভাষা

আলো, উবু হয়ে, খোসা ছাড়াচ্ছে মেঘের
চারিদিকে, সবজি খোলা সংসার –
লহমার বীজে, লহমার শান্ত গাছ

গাছে পাখি

তোমার আমার চোখ বরাবর
দিগন্ত জল দিচ্ছে চাষে –
বেঁচে থাকা ভেঙে ভেঙে
ধূ- ধূ উড়ছে পালকের ভাষা

পায়েলী ধর- এর কবিতা

এবং রূপকথারা. . .

১
আ স্যাডেস্ট স্টোরি অফ অল নাইট. . . . . .

অতঃপর খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে এল রাত্রির নৃতত্ত্ব

এসময় কলমেও মেঘ নেমে আসে
রাজা- রানী- সায়ানীর কাহিনীরা রহস্য বাক্সো ভেঙে ছড়িয়ে পরে ঘরময়
মেদুরতম স্মৃতিদের প্রেতচ্ছায়া মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে
অসংখ্য ক্রিমেটোরিয়ামের অস্তিত্ব টের পাই
একটা গল্প রূপকথা হয়ে ওঠার আগেই সায়ানাইড কেবিনে ঘুমিয়ে পরে-
নো ম্যান্স ল্যান্ডের অভিশপ্ত পাণ্ডুলিপি

২
রিং আ রিং আ রোজেজ আ পকেট ফুল অফ পভার্টি. . . . . .

সোনার চামচির খোঁজে উঁবু ঝুঁটির পথকুমারীর হন্যে সফরনামা লেখা হয়না রূপকথার পাতায়
পারম্পরিক ভৌতিক রসদও এ গল্পের পাথেয় নয়
সুতরাং অ্যালুমিনিয়ামের বাটি উপচানো জল- দুধ,
দোমড়ানো ফেয়ারি কুইন, ন্যাকড়া, বালিশ ইত্যাদি উপসর্গেই সাজাতে হল হামাগুড়ির অধ্যায়
চাঁদের টি নামা কপাল জুড়ে পিঁড়ি পেতে বসলো দুর্ভিক্ষের রাহু- বেস্পতি- শনি
ঘুমপাড়ানি গানের অনাহূত বর্গী সেনাদের মতো সেই থেকেই
দরজার বাইরে প্রহর জাগে আজীবনের মন্বন্তর

৩
টুইংকল টুইংকল লিটল স্টার. . . . . .

খুদা কি খিদমৎ খুঁটে খুঁটে দেখো কেমন বাড়ছি মাম্মি
বর্ণ থেকে পরিচয় তুলে, নামতাগুলো দাঁতে কেটে
শিখে নিই সিঁড়ি চড়ার পথ ও প্রণালী
এভাবেই একদিন ফড়িং ডানায় সুতো বাঁধবো
প্রজাপতির তাথৈ উড়ানে পা মিলিয়ে রোদ্দুর হব
ভাঙা ঘর, চাঁদের খোয়াব, মেঠো বামুন মেহেফিল সাজাবে রোয়াক জুড়ে
আন্তর্জালিক সূত্র ছিঁড়তে ছিঁড়তে অগনিত দেবশিশুর মতোই
আমিও গাইবো ওয়ান্ডারল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীত

৪

শ্যাডো টেলস... ব্রোকেন ফ্রেমস. . . . . .

চোলি রাঙাচ্ছে পেহলি বারিষ
চুনরিগুলো লাল হওয়ামাত্রই দেয়াল তুলতে হল আশেপাশে
সেফটিপিন ঠাসা ফ্রক ঠিকরে উঁকি দেয় গজগামিনীর জ্বলতা অঙ্গরাগ
পরিচিত ভূগোলপথে আজকাল প্রায়ই বাঁশি বাজায় প্লেটো কিংবা মুরলী মনোহরণ
আমার বয়ঃসন্ধির ঝাঁঝাঁলো গন্ধ ওদের সাবালক হতে বলে
ওদিকে আজব ভুলভুলাইয়ার চোরাগোপ্তা বাঁক
হাতে ধরে শিখিয়ে নেয় দানাপানি জোটানোর কৌশল
একটা আশ্চর্য প্রদীপের নেশায় আমি রাত জাগি
আর হরেকরকম পালক জুড়ে যায় আমার ডান দিক থেকে বাঁদিক

৫

টু ফাইন্ড দা ওয়ে ব্যাক হোম. . . . . .

লীলাবালির দাওয়ায় এখন মরসুমি বসন্ত
কাতারে কাতারে আর্চিস গ্যালারি তুলে আনছে বিশুদ্ধ পারিজাত
কেসরিয়া বালমকুল নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে দিতে জানে জমানো রঙ- নুড়ি- রামধনু
রাতের শরীর থেকে খুলে নিতে জানে ধোপদুরস্ত রঙচঙে পোশাক
একটা স্মুচিং এপিসোড শেষ হলে পুরো গল্পটাই কেমন ভার্চুয়াল হয়ে পড়ে
বদলে যায় রিংটোন
বদলাতে হয় পুরনো প্রচ্ছদ

খামখেয়ালের রূপকথারা সম্পূর্ণ নতুন মোড়কে ঢেকে নেয়
সাংকেতিক জল- ছল- রসাতলের বেমিসাল কাহিনী।

দেবাদৃতা বসু- র দুটি কবিতা

টিঙ্কার বেল ১

চাঁদের হাফ
পড়ে থাকছে আর ফোঁটা ফোঁটা ঘুম নামে জড়িয়ে
উম্বের পিছলে থেমে প্রাচ্যের নৌযান

রেইনি ডের জন্ম থেকে তুলে আনো
একটা যতি চিহ্ন
দোলনাটা দুলতেই থাকুক একটা ঘুমের উদ্যোগে।

টিঙ্কার বেল ২

লেগেছে চাঁদের রঙ পালকের হুডখোলা, কাঁচামিঠে
ক্রমশ টিঙ্কার
তার জলবায়ু,
না- পৃথিবীর গন্ধ আর গৃহস্থ শোনা যায়
হুহু - মাঠ ও ঘন দুধের সাহচর্যে
একা একা মরে যায় পৃথিবীর পরীরা।

উমাপদ কর- এর চারটি কবিতা

নিছক আবারও- - ১

রং নাম্বার থেকে কিছু মুক্তো
অলক্ষে
কিছু হাঁস পলকে
উড়ে কথাগুলো থেকে
খোসা
ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে
ওই নীলা নীলা নীলা. . . . .

সুন্দরী গাছ ও সাবান
থেকে পাতা
শীতময়
খসে পড়া পোখরাজ
আজান বেয়ে বেয়ে
আলতো

আঙুল জড়ো হওয়া
চুনী চুম্বী রুলি রুলি রুলি. . . . .

দু- ঠোঁটে নাচ রুনুঝুনু
রূপোপজীবিনী পান্না. . . . .

নিছক আবারও- - ২

কোনো আবাহনে

হন- হনে হাওয়া,
ফাল্গুনকে চেনা লাগছে,

তার দাঁত মাজা ওজু এই সারা
সিফটিং ডিউটিতে গোসলকারিনী ফেলে গেছে ব্রা

রা কাড়া শীতের নীচে জমছে পরতে পরতে শ্যাম
আমার থাকা না- থাকা খুব কি বড় হয়ে দাঁড়ায়

মাঝখানে তুমি সত্যিই কোনোদিন ছিলে
ন' দি কে সেকথা কেন যে জানিয়ে গেলে

দু- দিকে সিঁথি কেটে মুখখানা ভুলভুলাইয়া
কোনো সাবানেই ভাঁজগুলো উঠছে না
ঘামছেও না চোখের নীচ
চাঁদের নাভীতে তোমার কপালের টিপ কখন যে চালান

সাদা থানে তোমাকে কেমন লাগে দেখা হল না. . . ।

নিছক আবারও- - ৫

সবেগে পাক খেয়ে
উঠে

আমাকেই দেখে
যাও

প্লীহায় অম্ল আর ক্ষারের অনুপাত

শতকরা
কড়াকিয়া

মান
অভিমান

ক্লেদ

সাবান জলের
ফেনায়

লেপ্টে বিম্ব
আলুনি সব স্বাদে জিভের না
না

বেসুরো সব কথায় কন্ঠার না
না

নানা রঙ- এ চোখ বাবাজির না না

বে- তার চলে
যাওয়া

তোমার
থেকেও না- থাকার সানুতে
দোসর ভাবতে
ভাবতে

নেমে
আসা

গিরিখাতে
যেন আমি
ওঠায়

পার ও দর্শী
বাড়ানো হাতের
আঙুল

এখন নয়,

পরে কোনোদিন
ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখবো . . . . . ।

নিছক আবারও- - ৬

জলে
শ্রাবণ

শ্রাবণে গোপন
ধুয়ে ধুয়ে যায়

শীতে
পৌষ

পৌষে পর- শ্রী
পারদ কাতর

নীলের গভীরতা
থেকে

নীল ছুটি পাবে কি
না

ঠিক হবে শব্দ
পতনে

কতটা শব্দ
মেশালে

প্রশমিত, প্রপাত ছাড়া

আদিগন্ত ধুয়ে যাওয়া
শীত

দিগন্তে
কোঁচকানো

নীলের পরে নীল

দু- হাত বিস্তৃত
করলে

লবণ আর
মরচে

জল আর শীত

যেন কিছুটা অসংযত. . . . . ।

তানিয়া চক্রবর্তী- র দুটি কবিতা

মৃত্যুর ঠিক আগে

মৃত্যুর ঠিক আগে
ধাঁধাঁর বুকে এসে মধ্যম স্তরে
পাসওয়ার্ড নাচানাচি করে
গালিচায় উড়ে আসে চিরকুট
দ্রাঘিমায় এসে মারো- - - পুষ্পপুট খামচাও
জিভের তলায় নীলচে ফ্রেনুলাম
আটকে ধরেছে শব্দ
তুষারপাতে লুকিয়ে ঝরছে ঘুণ
টোঁটেম ছিঁড়ছে - - - বেহায়া গোড়ালিতে তুষ্টি

এককোষী

এককোষী রোগ - - - শ্বাসমূলেরা ইনহেলার
দ্রোণিতে নুন জীবনেরা খেলছে
স্নায়ুর ডেনড্রনে পিঠে- পুলি উৎসবে বনস্পতি
ঠোঁটেরা এখন পাইকারি নামে স্নুচ
দূর্গ আছে রোমন্থনের
চুল্লীতে না হয় ১০ মিনিটই ঘুরব
আমার নাভি তোমার নাভি- - - নাভিশ্বাসেই জন্ম
দম্পতিরা পাতকুয়াতে চাটনি - - - নীলচে শিশু- - - কার্ডিওতে ছিদ্র
শরীর ছিঁড়ে কুশাসনে নাচছি
এক এক্কে রিহাব আছে, দুই এক্কে হারেম
দশের বাঁশে গরাদগুলো ছাই হচ্ছে
এককোষী রোগ - - - নান্দনিকে বাঁচব

নীলাব্জ চক্রবর্তী- র দুটি কবিতা

পুরনো কবিতা

জ্যোৎস্না নাম্নী একটি সরলরেখার ভেতর
পড়ে থাকা
দরজার ততটাই ফিরিয়ে দিচ্ছে
আঙুল ও ছায়াগণিত
আমাদের
সমস্ত আঁকিবুঁকি জুড়ে
পরের পাতায়
চলে যাচ্ছে
একটাই সারফেস টেনশন
স্তরবিন্যাস থেকে ওভারল্যাপিং- এর কথা এলো
লক্ষ্য করেছিলেন কিনা
সেতু থেকে ক্যামোন ফ্যাকাশে দ্যাখাচ্ছিল
উপুড় হয়ে থাকা কবিতাটা
আর
ফলিত শীতবোধের কথায় হেয়ারপিন বাঁকগুলো
> মুখোশ <
ডিঙিয়ে
আরও দূরে . . .

অসুখ

ম্যাথিউ- রা চলে যাচ্ছেন
যে রাস্তাটায় ছায়া ফুরিয়ে গ্যাছে
দুপ্রান্তে দুটো আলাদা আলাদা সিঁড়ি
ঝুলিয়ে দেওয়া হোলো
দীর্ঘ হেমন্তকালীন জানলায়
জ্বরের সাদাটে দাগ
কমলা শার্টের ভেতর
ওইখানে ছুটে আসছে
লাতেশিয়া নামের একটা গলে যাওয়া সিঁদুর কৌটো
রিস্টব্যান্ড থেকে
রাত্রি খুলে নেওয়ার শব্দ
খুব চলে যাচ্ছেন
সিপিয়া ফ্রেমের করিডোর পেরিয়ে
তিতকুটে জিভে জড়িয়ে যাচ্ছে
নেফ্রোলজি

আর প্রোটিন প্রোটিনেষু
ঝরে যাওয়া . . .

স্বপন রায়- এর দুটি কবিতা

বৃষ্টি অসময়ের

এমনভাবে এলো যে বৃষ্টি যেন উসুলি ডাক মেঘ না হলেও
মেঘলা হলেও
শ্যামল কি আর স্বভাবে রঙিন হবে, তো ডুকরে ওঠে
পুল আলকাতরা জমিনকবুল চিনা চিনা লং- মার্চ
অচিন তবু চৌধুরি হলো, কাচ নামালো যদিও মেঘলা এক আর
বৃষ্টি আরেক কিনারা

কিনারা
যেখানে হাউস বসবে
কবিতা পড়বে আসন্ন পলাশ পেরোতে চাওয়া কোন এক বৃষ্টিমরাল স্বৈরি
নিতে পারবো

পারবো তবে

যদি দেরি হয়, যদি পড়ার আগে সে ভাবে আরেকদিন খুলবে

কি খুলবে কি যেন.... এই টানে মারুতিও যেন সারারা সা রা রা রা
হোলি এসে গেল তবে

তবে এখন খুলোনা আর ভেজা র সময়ের যা যা

হুক আছে ছাড়া- বৃষ্টিরও. . .

লং- মার্চ

মদ খেলে একটু রঙও খেলে একগ্লাস জলের কিঙ্কিনি আর ক্রিয়া

শুক্রিয়া কোন মেয়ের নাম হতে পারেনা

বারবার বার চলে গেছে তনন শাকিরা একা গ্লাসে
পরী
ওড়া ওড়া যে ছিল এক ফড়িঙের ভাবনা ছিল না তার নামে

কোন আজনবী, কোন ডাকের ব্যবস্থা

ডাক নেই তো ঘর নেই
মদ আছে তাই রঙ আছে পাশের বাড়িতেও আছে আছে শল্যপলাশ
আর কি এবার উঠবো

যদি টলি যদি টোলে জমে যায় কালকে যে ঘর হতে পারে আজ যে সামান্য টান

আজ যে হাসছে একদিকে তো

অন্যদিকেই তার নিটোল

তার জমছে ভাবনা বলেই বোতামের নীচে ফেরীফেরী বুকও
কি যে হবে. . . .

গৌরব চক্রবর্তী- র কবিতা

প্রলাপ

স্মৃতি থেকে খসে যাক অগুন্তি প্রলাপ, রাত্রিহীনতা
তেত্রিশ কোটি প্রেমিকা সমাধিতে লেপ্টে... আর মোম, আর আয়নায়
দেখতে পাচ্ছি- - - সুতোয় ঝোলানো রাত্রি - - - ওই বারান্দায়
আমি হাজার ওয়াটের প্রেম নিবেদন করি
যে বছর আচমকা ঢুকে পড়ল ২০১৪
যেটা ছিল গতবছরের লাশ, ২০১৩- র ক্লোন
কোনও অবতল কাঁচে আটকে আছে তার ছায়া
তার নাম কোনও হাওয়ার আলনায় ঝোলানো
অথবা ভাসমান - - - তার স্বর!
আয়ুর গোড়ায় শরবৎ ঢেলে দিল বিকেলের ফল, মিক্সি- তে একা
হাওয়া কাঁপিয়ে হাওয়া- সমেত পাখি, আর হাওয়া
কীসের সে আলো কিস- এর মোড়কে - - - ঝলকে ওঠা - - - সামলাও
যেন 'পাইনা'- বলতে না- পাওয়াই পেল আরেকবার
না- দ্যাখার 'দ্যাখা'- পেল আরেকবার... যেন

সজল দাস- এর কবিতা

একটি মৃত্যুসংবাদ থেকে

১
তাহলে এবার দৃষ্টি থেকে সরে আসা যাক
বালুচর শুয়ে আছে সমতল বুক নিয়ে

যেমনটা থাকে আরকি
উঠে আসুক এবার তাহলে বল্কলহীন আদা- চা বিকেল

দ্যাখো হেডফোন কেমন শব্দরোধী হতে পারে

২
ভেবেছো এগটোস্ট আমাকে বসিয়ে রাখতে পারবে ?
শব্দ, আমাকে স্নিগ্ধ রাখবে নির্মম ?

হয়ে বাদুড়, ঝুলে পড়বো একদিন
মাথা কিন্তু উপরেই থাকবে তখনও

দেখবো, কেমন রুখে দিতে পারে
ধোঁয়া- ধোঁয়া এগটোস্টখানি

৩
এসব আর কতদিন চলবে শুনি
এইযে সকাল সকাল ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছ
বলছো, কলারে ময়লা কেন
ভেবেছো কি, এসবের মধ্যে কোনো ফাটল নেই?

কাল এক দাদা শিরীষ গাছ চিনিয়েছে
ফুল আমি নিজেই দেখেছি
বুঝেছি, শিরীষের ফুল অন্ধকারে ভয় পায় না
জ্বলজ্বল জুলজুল করে

উদ্বাস্তু তুমি,
একমাত্র শিরীষই

আমাকে মৃত্যুমুখী করতে পারে

ইন্দ্রনীল বক্সী- র দুটি কবিতা

অনেকটা অভিভাবকের মতো

এই যে বাস থেকে নামলে ...বাসের সঙ্গে একটা বাতাস সর সর করে বয়ে গেল
শেষের দিকের জানালা দিয়ে একটা ওড়নার উড়তে থাকা থেকে তুমি উল বুনতে শুরু করলে

তুমি উল বুনছো ...আর ভাবছো শব্দগুলো কেমন দাঁত বের করে আছে
এদিকে জাঁহাবাজ একটা দুপুর তোমায় সেঁকে নিচ্ছে নিজের মতো উলটে পালটে
যাচ্ছেতাই ঘামে তুমি ভুলে গেছো ... তুমি ভুলে গেছো ...তুমি কবিতা ভাবছো…
আসলে তুমি মনে মনে নিছক শ্রমিক - আংরা যার নিত্যকর্মে...দুপুরের ভাতে যার
জোয়াল যোগ

সাবধানে ইয়ার ! এতো বার খাচ্ছো ! তুমি কি কলকাতায় থাকো ?

দু একটা বইমেলা টইমেলায়, কিংবা জীবনানন্দ সভাঘরের ঠান্ডা আহ্লাদ
ভিড়ে চুপটি করে বসে বেশ একটা আরামবোধ – এইতো ?
এতে হবেনা.. জ্ঞান বাড়াও…বুদ্ধি বাড়াও… সম্পাদকের সঙ্গে আশনাই. . .
প্রকাশকের সঙ্গে খেজুড়ে প্রেম ...সামলে... এদের নিত্য প্রেম বদলায়
বিস্তর বহুগামী...বুঝে নিতে হবে প্রেম করছো না Frame করছো
হুঁ হুঁ ...এও এক শিল্প ভায়া ...দুচার পশলা লেখায় কি করে লেখক হওয়া যায়
এঁরা সওওব জানেন ...অনেকটা মায়েদের মতন

...তারপর নাহয় নিচে পাটা রেখে বসো, পাছায় শক্ত ঠেকা পেলে দেখবে তোমার লেখাও
গোপালের গেঞ্জি –জাঙিয়া পরছে...গোপাল কি পরবে ! সেকথা গোপালেরা ভাববে
…গোপালরা এখন সব কলকাতায় থাকে
তারাই বলতে পারে কেবল লেখাটেখা হচ্ছে কিনা !

তুমি লেগে থাকো বরং হাওড়া ব্রিজের এপারের লচপচে ওরা টেরটিও পাবেনা
কোনোদিন পায়েওনি ...সংসকিতিনগরের দৈর্ঘে- প্রস্থেই ওদের দিন কেটে যায়
লিখে যাও যেমন খুশি আগডুম বাগডুম
কবি হলে কিনা জানা নেই ...কবিতা হতেও পারে যদি কোনো
পালোয়ান কবির আখড়ায় তুমি নিয়মিত

ঠান্ডাই

পচেনি
রসায়নে চুর পেশীদরজা
ঘুলঘুলির চড়াইক্রম
বংশবৃদ্ধির হার মৃদু হতে হতে
উঠে দাঁড়িয়েছে পাখিদের সমাজ
হাওউস চোখে চাল ছড়িয়েছে
ঘরকন্যা রেশনপানির গ্রেসকার্ড
উজানে হাপর হাঁফিয়েছে
খোজাবৃন্দের শীতল সম্মেলন

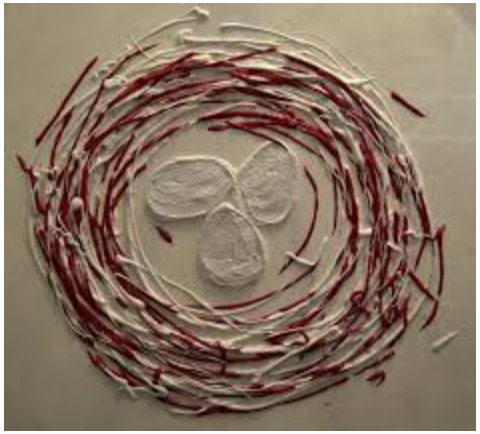

অন্তনির্জন দত্ত- র দুটি কবিতা

জাহাঙ্গির কে লেখা কবিতা - ১৪

মাথায় ছিপি বয়ে যায় সে তরমুজএর পাশ দিয়ে যাবে
ফালি রাখা লাল ও ঘুম ঠান্ডা ভাউলে সে যাবে
করপাস কলোসাম দুলে দুলে ঘন্টা বেজে ওঠার মেডুলা অবোলাংগাটা

পায়ের আঙুল খাড়া হয়ে আছে নিপল্ খাড়া হয়ে আছে
এই উঁচু ধরে দেওয়ালগিরি জ্বালাও জাহাঙ্গির

সান্ধ মগরেব এর পর এই পাণ্ডুর মুখ মাবুদ
ছোট্ট নিঃশ্বাস মাবুদ
পাখিদের ওড়া টারমিনেট করে নেওয়া মাবুদ

খোলা জাফরিতে চলে আসছে ভেজা তপতপে বাতাস হুয়াল এক্কিন

মাথায় ছিপি ভেসে যায়, সেখানে শুশ্রূষা রাখো জাহাঙ্গির

অভ্র পোরো গোলাপজল দাও মেহের ছিটিয়ে দাও সেজদা করো

সেজদা এ তাহিয়া
যেখানে সুরমা টানলে চোখের ভেতর দিয়ে মৌরলা চলে যায়. . .

জাহাঙ্গির কে লেখা কবিতা - ১৫

ঘুম থেকে উঠে পড়লে যে নুমাইশ্ জড়ো নরম করে তার
চুল ও বল্লরী
তার লচক্ কাসাবা ভোরের হাওয়ায় ফুলে ফু'লে আছে. . .

এখন তুমি একটু ফোয়ারা চিপে দিতে পারো
আফতাবচি

ভোরের রাস্তায় জল ঢাললে সে তো মেয়ে হবেই ঢাল্লো ঢাললো অই
অমন
বসন্ত পরজ

ইয়াকুত আলমস জমরুদ ফিরোজা দিয়ে গাঁথা

জাহাঙ্গির বল নিকাহ্ বেশুমার রেশমের ওপাড় থেকে

যদি ফুট ভেসে আসে ...জেনো

দিন ফুরিয়ে গেলে সে আলো নিয়ে যায় দরগায় মাজারে

সে বেবি কোরাল দেখার পর জেনে গ্যাছে ভেতরে
আড়াল করে তারও এক অগ্ন্যাশয় নিচু বয়ে যায়

রমিত দে- র চারটি কবিতা

প্রস্তুতি

গাছ থেকে গলে পড়ছে গান
খানিকটা ভিজে নিচ্ছে মানুষ. . .

এত মার্কশীট !
সামান্য এক টুকরো মেঘ রাখার জায়গা নেই

মাকড়সার জালভর্তি একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি আমরা
শুধু মাছের গল্প করব বলে

জল পড়ে আছে –
জলের নাম ও ঠিকানা

একটা প্রস্তুতির বয়স জমে গিয়েছে

ওর আশেপাশে . . .

ছানি

মশারী তুলতেই শালিকেরা শাড়ির দোকানের দিকে ফিরছে

বরফ পড়ছে
বৃষ্টির শব্দ ঢাকতে গুড়িপিঁপড়েরা বালিশ শুকোচ্ছে

জ্যামিতিগুলো আমাদের কানাগলির
চোখ কুড়োতে কুড়োতে ছানি কাটানোর

এই আছে
এই নেই . . .

চাকা

ফুলের হাত ব্যথা করছে না তো !
অথচ তুলছি আমরা

পাতাকে বলছি, সবাই চুরি করবে
তাই ফিরে চলো

তাড়াহুড়ো নেই
ফুসলাবার মত সূর্যাস্ত থাকলে
ফোলা ফোলা দুটো পাহাড়ের চোখও থাকবে

ভাষা এক
এই অন্ধকার এই আলো এই অতীব আমি
ভাষা এক

রোদে ভিজছে ঘাস রঙের খরগোস
মরিচক্ষেতে লুকিয়েছে মনোরমার খোল

চারপাশে
চাকার সংকেত . . .

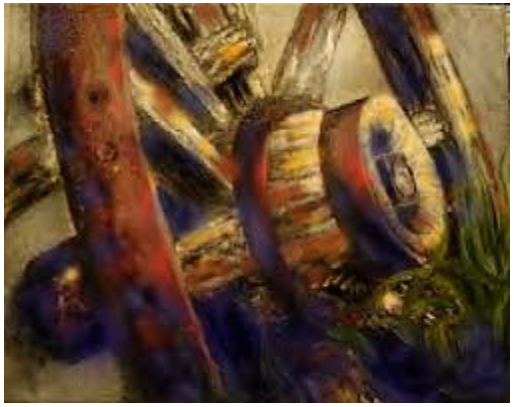

ফেরা

জিতে যাওয়া শস্যের পাশে
নুয়ে পড়া আমগাছ . . .

এক ইঞ্চি বৃষ্টিতে
বাগান খুলে যাচ্ছে কত আস্তে আস্তে

কালোর গেটে দারোয়ান নেই
ছায়ার মৃতদেহ বাছছে একটি রংধরা

কুয়াশা ঘুমোচ্ছে . . .
বালির তাড়া খেয়ে বাড়ি ছাড়ছে সমুদ্র

কাচের গাড়ি করে ফিরছে
কাশির কৌশল . . .

কৃষ্ণা মিশ্রভট্টাচার্য- র কবিতা

পয়োমুখম

১.
চা- ই - আগুন - চা- ই
নির্জন গলি মুখে ফেরিওয়ালার দিলরুবা। তোমার আমার চোখের চেয়েও কোনো তীব্র চোখ।
ধূমল, পাংশুল সময়ব্যুহ। ঝাপসা কর্নিয়ার ট্র্যাফিক জ্যামে ফেঁসে আছে ভিউ পয়েন্ট।
অন্য একটি চোখ, পাথরের আইলিড, সিন্থেটিক আইল্যাস, বিস্ফোরক চাট্টান ফুঁড়ে সোজা
স্পর্ধিত তাকানো। দস্তানায় বরফ। হার্ড রক কাফের সার্শিরা সাদা জামা গায়।
"চা- ই - ই আগুন। . . . . . "

২.
রাস্তারা হঠাৎ জামা গায়ে হেসে দাঁড়ালেই পিঁপড়েরা পিলপিল সারিবদ্ধ। রাত বাড়লে হাওয়া
খেলে পার্কিং লট একলা নাচে সারাদিনের ধুমসো বিষ কাপড় খুলে জোছনা কিম্বা মেঘ মাখে
হয়, মাঝে মাঝে এ' রম।

কতিপয় অদ্ভুত মানুষ সটান হেঁটে যায় ফাঁক ফোকরহীন মসগ্রীন কার্পেটে। ছ্যাতা পড়া

আলুর বস্তা পচা গন্ধ ছাড়ে, বহুতল কিচেন চিমনির ধোঁয়াশা গা গরমায়, কয়েকটি হাটুরে
মুখ সওদা মাথায়, লাল শৌলফার পাপড়ি পায়ে পাহাড় ডিঙোয়, হয় মাঝে মাঝে এ' রম।
যখন বিদ্যুতের কাতুকুতু খেয়ে ফেটে গড়িয়ে পরে আকাশ।

৩.
এম্নিতে বেশ আছি। লিকুইড্ হার্ট জলতরঙ্গে কাঁপে। অন্ধকার হাঁটতে জানে দৌড়তেও
শুধু হঠাৎ একটি কিলবিলে সাপ মগজে ঢুকে যায়। মগজের কোণে ঘাপটি মেরে আরও
অন্ধকার ছানে, তীব্র ছোবলে এফোঁড় ওফোঁড় বল্লমের খোঁচ, তুরিয়ানান্দে বুঁদ বাস
টার্মিনাস, গোয়ালঘর, বিপরীতমুখী কামুক মুখচ্ছবি। একটি ক্রোমোজোম অপেক্ষায় থাকে।

সব্যসাচী হাজরা- র দুটি কবিতা

টোটকা

মিসেস হু স্বাস্থ্য রেখে চলে গেল তলানিতে
তলে তলে বুঝে নিল একদল গবেষক

বীজের ব্যবহার কাহাতক ঘুম

বীজ ছড়ালেই টোটকা ফলে ভরে ওঠে গাছ
অভ্রও ফলে রসায়নে
তরাজের শাড়ি লুঠেরায় হামা দিলে
উতলা বা হু
ঠাট্টার বাগানে সবুজ চরায়. . .

হিম শিম

সোনা পড়লেই ব্রোঞ্জবাসী গলে যায় রাতের আলোয়
ঘরে ঘরে জন্ম- তারিখ টুকে নেয়
আর জন্মান্তর বিলি করে
যে জন্মে মৌটুসি নেই
যে জন্মে হিম শিম খালিফায় খোলে
তাকে জন্মনিরোধ করো
জাম ফলে ঘুরে যাও নায়ক পতন
এসো
বর্ষার জন্মদাগে ছুটি ছুটি খেলি।

নভেরা হোসেন- এর তিনটি কবিতা

নির্জনতা

সাত সকালে বাজারের ঝুড়ি থেকে উঁকি দিচ্ছে লাল টমেটো
ধ্যানী গাজর
তুমি বসে আছো নির্জনে
চারদিকে বুনো মৌমাছি
লাল দরজা খুলে ঢুকছে ক্যাটস আই চোখের ছেলে
এসবই ঘটেছিল স্বপ্নে
প্রচণ্ড মাথা ব্যথার পর
এন্টাসিড জলে গুলে খেলে
বাইরে শুরু হলো ঝিরঝিরে বৃষ্টি
সেতারে সুর উঠছে
সাত তলা ঘর ফুঁড়ে

তুমি ভেসে যাচ্ছো যমুনা তীরে
কত মোগল সম্রাট ঘুরে বেড়িয়েছে এই সমতটে

তাদের ঘিরে আজ মৃত্যুর শীতলতা
তুমি বসে থাকো পাহাড় ও নদীর তলদেশে
একা হবে বলে
নির্জনতা তোমাকে ছোঁয় না
তুমি এক অশান্ত মরীচিকা
শেকল কাটছো পায়ে পড়বে বলে।

লাল মরিচের ঘ্রাণ

চারিদিকে সবুজ জলাধার
একটা- দুটো পাখি উড়ছে
তুমি ভুলে যাচ্ছো জঙ্গলের শহরকে
উপচানো ডাস্টবিন থেকে
ছোট ছোট মাকড়সা বেরোচ্ছে
তোমার পায়ের উপর একটা ডুমো মাছি এসে বসল
এসবই স্মৃতি. . .
এখানে নীল জলাধার

দাড় বেয়ে যাচ্ছে একজন রাজনটী
এখানে সবাই ভার্টিব্রেটা
হলুদ ম্যাজেন্টা পাখা আছে সকলের
কিউ করে দাঁড়ানো বাসযাত্রী এখানে অনুপস্থিত
মিছিলের শহরকে ছাড়িয়ে তুমি অনেকটা দূরে
ব্যস্ততা এখানে মাছের ঝাঁকে নিমজ্জিত
এখানে তুমি শবাসনে আছো
লাল মরিচের ঘ্রাণ ভেসে আসছে
তোমার শরীর থেকে. . .

রবীন্দ্রসদনে

এক গুচ্ছ কান্না তোমার জন্য জমা রইল।
সোনালি বোতাম গায়ে ছোট যে মেয়ে
তার নিঃশ্বাসে আতরের গন্ধ
ছুঁয়ে দিলে চকমকি পাথর হয়ে যায়
তোমার হাতের মধ্যে আমার হাত

তবু কেমন শীত শীত লাগছে
স্কার্টের ওঠানামা দেখতে দেখতে
নিবিড় হয়ে এলো রাতের অন্ধকার
রবীন্দ্রসদনের গাড়ি বারান্দায় একটা চোখ
নীল রাত ঝরে পড়ছে
উড়ে যাচ্ছে উত্তরে
দক্ষিণেও
আমাকে তুমি জল দিয়ে স্নান করিয়ে দাও
হে কাপালিক!
আমাকে তুমি ভস্মে পুড়িয়ে মারো মেঘদূত।

পীযূষকান্তি বিশ্বাস- এর দুটি কবিতা

রুটি বিক্রি হয়

চড়ুয়ের পায়ে প্রাগৈতিহাসিক ব্যাস্ততা

ঘোসলায় আটকে আটপৌরে সংসার
কবিতায় কালিনারি উৎসব
রান্নাঘরে ঘাস পাতা বিচুলির
জঞ্জাল বিক্রি হয়

গোয়ালে
খবর বিক্রি হয়
দেওয়ালে
গোবর বিক্রি হয় ।

ঘুলঘুলিতে যুবরাজ,
গ্যালারীতে ভিড়
পার্লামেন্টের উপর দিয়ে একশো দুই মিটারের ছক্কা,
বসন্ত বিহারের পুলিশ স্টেশনে কোকাকুরার পনের ডিগ্রির গুগলি
উঁকি মারে আই পি এল
খেলা বিক্রি হয়
এইমস্ এর চত্বরে নির্ভয়ার লাশ বিক্রি হয় ।

এখনো দেওয়ালে টিকটিকির কটর কটর
কানাচে পোকার ঝিঁ ঝিঁ
ভূগোলের পাতায় জ্যোৎস্নার আহ্বানে জোনাকির মিছিল

সুরঞ্জনা, ঐখানে কী তোমার ?
কি কথা স্যামসং মোবাইলে ?
অ্যামবিয়েন্স মলের বাইরে সংমর্মর
যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড গায়ে মেখে
দিনরাত দাঁড়িয়ে তাজমহল,

যেখানে কথার

দাম বিক্রি হয়
ঘাম বিক্রি হয়
কেকের বাক্সে রুটি বিক্রি হয়।

শেফার

ডিজেল সস্তা হোলো, পদদলিত হলো একলা পথ,
মিছিলে আর পা টানে না,
কিসের ডাক পাড়ো হে ?
এবার কিছু মাল কড়ি ছাড়ো হে !

হলুদের বাগীচায় গেরুয়া ফুল
অঘ্রাণের আতপ চালে এখনো রাতের অন্ধকার. . .
সকাল গড়িয়ে বিকেল হতে অনেক দশমিক পথ
চক্রান্তে ঘুরে আসতে হবে ঘড়ির কাঁটার,
অনেক কদম বদল !

বরং গাড়িতে প্রস্তুত দুয়ার, বেলা ত্রিপ্রহর,
চেয়ারে তসরিফ
আয়নায় উঁকিবুকি পিলিওন রাইডার
ফরাসী আতরের গন্ধে এলোমেলো চুল,
মুখের উপর উড়ে আসে শাড়ীর আঁচল
উইন্ড স্ক্রিনে ফ্লাইং কিস, হাতে ধরা কবিতার খাতা
এক্সিলেটরে পা,
শেফার এবার
চালাও পানসি বেলঘরিয়া -

ভাস্বতী গোস্বামী- র দুটি কবিতা

গানের ভিতর দিয়ে ১

ধা নি ছড়াচ্ছে। কোমলে রূপসা লাগে। ঘষা কাজে ছবি নেই। নখ দিয়ে মিঠুন- মৌমিতা। গাঁ বদল হলো। তবু শব্দ নেই। শুধু কাঁপে। তুহীন তুহীন ঘুম। ছেড়ে আসা চোখ। কিত্ কিতের দোকান। হেভি লাগছে। রাতের নাভিতে মেয়ে চোখ। ফুটছে একটা দুটো। আগে বাড়লেই। মাইরি ঋষভ।

গানের ভিতর দিয়ে ২

লিঙ্গ ভেঙ্গে যায়
জুতোর মরশুম
ভোরের বেলুন একটু একটু করে
কখনও পাখি আর শীত
জাগৃতির চোখেমুখে
আলাপের শীত আর পাখি
বোনা আছি আপেলের ফুলে
আঙুলে গান খোলা চুলো গাছ
শ্রমণের রোদ প'ড়ে
মেলে ওঠা ঘুমোনো খাদেরা

সিয়ামুল হায়াত সৈকত- এর কবিতা

জোনাক কাব্য

একবার জোনাক ছুঁই। অন্ধকারে।
ছুঁয়ে নিস্তব্ধ রাতের মানে খুজিঁ।
আবার জোনাকির প্রতিচ্ছবি দেখি। ঘোলাটে মেঘের ফাঁকে। চুপিসারে।

ইচ্ছে করে জোনাকিপোকার মত ভুলোমনা হই। শুভ্র আলো জ্বালিয়ে নিশিথের
অন্ধকার কাটাই। সঙ্গিনী করি চাদঁ কে। বারবার।

হয় নাহ। কাউকে ভোলার সাধ্য একমাত্র বিধাতার হাতে। আমি তো ঝড়- ঝঞ্ঝাটে
বিধ্বস্ত এক কীট মাত্র। যার মস্তিষ্কের নিউরনে হর- হামেশাই একটি নাম থাকে।
অবিশ্বাস করতে চাইলেও তা অবিশ্বাস করতে পারিনি।

নাহ। অন্যায় হচ্ছে। প্রাগৈতিহাসিক সময়ে আবার যাচ্ছি। কোষের মেমব্রেনে বদল
হচ্ছে। কখনো সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন কিংবা সাইটোপ্লাজম কিংবা রাইবসোম
কিংবা জেনেটিক মেটেরিয়ালের মত। উহুঁ।

জোনাকির মত থাকতে চাই। চাঁদ আর মিটিমিটি আলো সঙ্গি করে। তোমায় ভুলে। সব ভুলে।

দীপঙ্কর দত্ত- র দুটি কবিতা

ডাইন

বৈদ্যুতিন ব্রথেল নেই
ফলে ঘ্যাঙর চরকাদের কাপাসপথ আলো করে ধ্বনিরা যখন হুলু হয়
আর চিকনি নোলকদের জড়োয়া গা- পা ঝুমুরঝামর করে,
ঘুঘু সইদের কোঠার জানলা থেকে রূপকুমারীর কাঁচিকাটা চুল ও শাখামুটির
ছিলবিল ট্যাসেল খসে পড়ে লক্ষীবিলাস,

তখন ধান ছেঁচতে ছেঁচতে যোষিতদের ক্রেঙ্কার ও ভ্রূভঙ্গে লাট্টু
ছাজ্জা ও ছপ্পর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তলিয়ে যাই খড় গাদার সূঁচ - -
ডাইনিরা সতীন বরদাস্ত করে না
শিঞ্জিনী যখন ঝুঁকে সন্তর্পনে স্প্যাচুলায় ভীট লাগায়
কিঙ্কিণীর হাতের ক্ষুর রগড়ে তোলে ভি- প্যাডের নুনছাল
ফলে এখানে আমাদের কারুর কখনো দুদণ্ড মাই জোটে
কেউ স্রেফ বিচালি চাবিয়ে নখকেলির আছাড়ি পিছাড়ি ড়িংড়ংসায় বেড়ে উঠি
ভেঙেছো ডুয়ার্স এসেছো চা- আরকের উদ্বায়ী মেঘের ড্রিজলিং
কাঁকই থেকে আছড়া নুডলসের দুক্কুর স্নানবিন্দুরা ডাকে সোনা ওঠো !
ট্রেন কে টয় দিলে কালিমের তুলোট পং রবে ঝিকিয়ে ওঠে ধাতুপথ
শুশুকরা ড্রিবল করতে করতে যখন একেকটি স্তনাগ্রে জোনাক ঠোনা সাজিয়ে চলে যায়,
ভূস্খলনে গড়িয়ে পড়ে ভ্যালীর ভাগোরা ব্রাহ্মণকুল, পাল পাল বেতো অষ্টাবক্র খচ্চর
রিভল রিভলের দুধ কা দুধ
বার ও ইউশনের পানি কা পানি - -

কাঁঠালপাতা

- টুঁটি টিপে ধরার পর কপালিনীর কফ- গার্গলের সাপ্রেসান্ট টুসিলাগো তিতির ডাকছে
  গাছেরা বিশল্য
  ডালপালার ছন্নি সিঁধ মেরে জোছন এখানে দখনে রায় ডোরা দগরা হার্পিস
  আউশময় কাত্তিকী হীম আর হাওয়ার হুলু বোঁটকা কাইনানায়
  ডেঁয়োরা মেঘ বয়ে আনছে বৃষ্টি নাবি নাবি - -

- একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখছিলো সর্বমঙ্গলা
  বিনোদ গোঁসাইয়ের ফের বে হচ্ছে
  চতুর্দোল ফনফনে নোলক ছাদনা নিশুতগন্ধা
  জোড়া পিঁড়ে পা- পা আলতার নিক্কণ এগুচ্ছে কপালিনী
  গোঁজ ক্যাথিটার বিছে পৈঁছা লটকা মুতথলি
  মিনসা কালসাপ বলিহারি চক্কর কুলোপানা
  শৈলজা এট্টু চা কর, মাথাটে বড্ডি ধইরেছে
  আর দ্যাখ দিনি মাগী গ্যালো কতি ?
  গোঁসাইও আলেনা আজ, মরণ !

- এঁড়ি গেঁড়ি রাঁড়ি খুনখুনে উপজাও গেরাম লাশ দেখছে
  দূরে- দূরে- তফাৎ যান - - একদম ভিড় বাড়াবেন্না
  পরিবার কে আছে এখানে
  দেখুন বডি পেতে পেতে দিন তিনেক লাগবেই
  বডি শহরে যাচ্ছে এনি কোয়েশ্চেন ? ওকে
  গগন নস্কর
  এইজ্ঞে
  কী করা হয় ?
  এইজ্ঞে মুই ভাগ চাষী মাই- বাপ মুই আর পুরষোত্তম আত্তিরে গাড়ু লইয়ে খ্যাতে গিয়া
  মাগীর শরীলে হুচোট খেইয়ে পড়ি তারপর দিয়াশলাই জ্বালায়া দেহি উম্মা এই কে ই কুইত্থিকা . . . .
  স্টপ ইট

স্টপিট
বর্গাদার কে ক্ষেতের মালিক ?
এইজ্ঞে ভুবন পরধান উনিরে এই পাশের গেরামে খপর গ্যাছে আসতিছেন - -

■ দাঁড়াও সমাদ্দার, খালি চোখে ল্যাসারেশনসগুলো পষ্ট হয় না। স্পেকুলাম ঢোকানোর আগে ভালভার পস্টেরীয়ার মার্জিন আর পেরিনিয়ামে টলিউআইডিন ব্লু- র অ্যাকোয়েয়াস সলিউশন একটু তুলোয় করে লাগাও, খানিকখন শুকোতে দাও তারপর অ্যাসেটিক অ্যাসিড স্প্রে করো, দেখবে লিনীয়ার এরিয়াগুলো রয়াল ব্লু দাগ ধরছে মানে পজিটিভ তখন স্ন্যাপ নিও। ডোনার সর্বমঙ্গলা ভলান্টারিলি যে নিজের পোস্টকয়টাল সোয়াব পাঠিয়েছেন তার আর ভিকটিমের সেমিনাল ট্রেসের ডিটেলটা দরকার, ফাস্ট।
বিভাস
বিভাস
কোথায় যে যায়, বিভাস কে ডাকো ওর হেল্প নাও - -

■ বৃষ্টি ধরে আসে গোধূল টুইটিংয়ে
সোঁদাল এক আখিরি যাই যাই সিঁদুরে রেগমল রোদজিহ্বায় বার্নিশ ওঠে পালং মেহগনী
সর্বমঙ্গলার রিরি চ্যালাকাঠ গতর
ধুতি আউঠ্যা উঠায়া দ্যাখো ছালে বাকলে রগড়ানি ঘাও
আহা খ্যাতে লাঙ্গল দিছো গোঁসাই কত জ্বালা শরীলে
খিড়কি পুকুরে ডুব দিয়া আসো যাও
হিংছোঁক কলাইর ডাল আলুপোস্ত
শৈলজা চাইরখান রুটি গরম আনিস, কাঁঠালপাতা - -

মণিভূষণের মৃত্যু- চেতনা

রমিত দে

মণিভূষণ মারা গেলেন। জানা নেই এই ব্রহ্মান্ড মাঝে আর একবার জন্মাবার হেতু তিনি খুঁজেছিলেন কিনা মৃত্যুর ঠিক আগে। জানা নেই খড়ির পাহাড় থেকে খড়ির পাহাড় থেকে কেউ নেমে এসে তাঁর সাদা হাড় আর গর্ত আর পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে ওঠা ফণিমনসার কাঁটা তুলে দিতে পেরেছিল কিনা প্রান্তর পেরেছিল কিনা প্রান্তর জুড়ে তাঁর অশৌচ শুরু হওয়ার আগে। জানা সম্ভব নয় মৃত মানুষটির আত্মসংলাপ, কেবল হাড় কাঁপানো ঠান্ডা আর দলা পাকানো দলা পাকানো আজকালে পড়ে থাকে তার কবিতা তার মরিয়াভাবে কুড়িয়ে নেওয়া জীবনপিপাসা, শ্রমলব্ধ খড়কুটো। সময় চলে যায়। চলে যায় জীবন। যায় জীবন। মৃত্যুর দিকে হাত বাড়াতেই হয়। ভিক্ষা চাইতে হয় 'অদৃষ্টগামী ক্ষয়'কে হারাতে। অথচ মৃত্যু! সে তো কিছুতেই ভাব করতে চায় না। বুটিদার চায় না। বুটিদার ব্রহ্মান্ডের মাঝে তামস বিভাজিকার মত কেবল স্তব্ধতা বহন করে আছে।

তবে কি মৃত্যু কেবল এক হিরণ্যশরীর! প্রানাগ্নির শীর্ষণ্য শিখা? নাকি জীবনের এক সমান্তরাল আয়তন সৃষ্টির ত্রাস! জীবনের এক ক্রমিক উৎকর্ষ! যার উৎকর্ষ! যার মাঝে শেষ রাতে জেগে ওঠে আঙুল, খেলা করে চন্দনকাঠের ঘোড়া, বেজে ওঠে বারুদ ! আর শোকমিছিলে দাঁড়িয়ে টপ টপ ঘামের শব্দ টপ ঘামের শব্দ শোনেন মণিভূষণ। "মৃতদেহ বহনের জন্য কমপক্ষে চারজনের দরকার হয়"- এই চারজন্য ব্যতীত "বেঁচে থাকা" নামের ভালো শব্দের ভালো শব্দের কাছে যারা বসে আছে গোড়ালি ফাটিয়ে তেষ্টার দরখাস্ত নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে মণিভূষণের সংগ্রামী শীৎকার- "মৃত ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির কাছে চিঠি লেখার কোনো মানে হয় না, জানি।/ কিন্তু তুমি তো ব্যক্তি নও, প্রতিষ্ঠান নও, তুমি একটা শ্রেণী / একটা সর্বগ্রাসী ঘামে ভেজা লেলিহান ঘামে ভেজা লেলিহান অগ্রগামী শ্রেণীগত মানুষ- তুমি,/তাই রাত্রির দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের বলেছি/ তারা যেন একবার অন্ধকার দিগন্তে নক্ষত্রভেদী বর্শা এবং নক্ষত্রভেদী বর্শা এবং / মশাল নামিয়ে রেখে এই চিঠি স্মৃতির গোপন লাল ডাকবাক্সে ফেলে দেয়"।- যে মণিভূষণ যাপনের জল তাপ আকাশ বাতাসকে আকাশ বাতাসকে মূলধন করে তাঁর সামগ্রিক কবিজীবনে কুড়িয়েছেন শিল্পের পথ- পঞ্জিকা, যে মণিভূষণ গাছপালাকে আয়না করে ধরে রাখতে চেয়েছেন খর রাখতে চেয়েছেন খর রৌদ্ররেখা, তার কাছে মৃত্যু তো কেবল কোনো স্পিরিট স্পেস হতে পারেনা। হতে পারেনা অন্যগ্রহের কোনো কুহকিনী রাহ্যসিক রাহ্যসিক দোলনা। জীবনের দৃঢ় থেকে দাহ্য, সেখানে মৃত্যু মানে আছে, আছে, আরও কিছু কথা আছে আরও কিছু যাপনের গণিত আছে। মৃত্যু মানে সেখানে মৃত্যু মানে সেখানে কেবল মৌনতা হতে পারেনা, হতে পারেনা একটা ল্যাজ উঁচোনো ছুটন্ত কাঠবেড়ালীর মত তড়িঘড়ি বেরিয়ে যাওয়া জীবন থেকে ন্যাড়া জীবন থেকে ন্যাড়া বটতলা রেখে মানুষের বিশাল গর্জন রেখে। এর পরেও যা থাকে তা কোনো চিৎকার নয় কোনো নৈঃশব্দ্যতা নয় বরং একটা গোঙানী। একটা গোঙানী। একটি আদর্শ গোঙানী যা শেষমেশ স্বীকৃত জীবনের মূল্যবোধ দাবী করে। যা শেষ পর্যন্ত ধুতে চায় শ্রমজ ভোরের ফেনা কিংবা শুধতে চায় কিংবা শুধতে চায় শ্মশানবন্ধুর কাঠের দেনা!

মৃত্যুর কাছে এসে মণিভূষণকে কিন্তু কখনই জীবনান্দের মত অভিশপ্ত বা ভাস্করের মত পরিত্যক্ত বা প্রত্যাখাত মডুলেশন নিয়ে পৃথিবীর জন্মের দিকে জন্মের দিকে স্পৃহাহীনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়না বরং মৃত্যু থেকেই উঠে আসে একধরনের বহুস্বরিক মেটাফর, যা মূর্ছাপ্রবণ মানুষকে মুক্তি দেয় মুক্তি দেয় কবিতার বৌদ্ধিক আবহাওয়া থেকে । 'শহিদদিবসের গল্প' শোনাতে শোনাতেই 'একটি শ্লোগানের জন্ম' হয়ে যায় মণিভূষণের কবিতায়। মহান

কবিতায়। মহান শূন্যতা বা ফোকলা অস্তিত্বের মত শৈল্পিক হ্যালুসিনেশন থেকে বেড়িয়ে ‘মৃত্যু’ শব্দটা বারবার উঠে আসে জীবনের ভঙ্গী বা শৈলী নিয়ে মাথা শৈলী নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। রাষ্ট্র- লালনপুষ্ট প্রতিষ্ঠানের পচা ডোবায় পেটফোলা কোলাব্যাঙের মত চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকাকে মেনে না নিয়ে তাকে নজর তাকে নজর রাখতে হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিত্যাজ্য দেওয়ালগুলোর ওপর, এ দেওয়াল মানুষের এ দেওয়ালের এক পাশে হাজার হাজার ছেলের ঠান্ডা ছেলের ঠান্ডা লাশ, অন্যপাশে আকাঙ্খার বিকল্প আঁধার। কোনো এক অতীব জন্মের প্রত্যাশায় মণিভূষণকে আমরা বসে থাকতে দেখছি ইতিহাসহীন মানুষের ইতিহাসহীন মানুষের রুদ্ধতা বদ্ধতা বন্দীত্ব আর বিচ্ছিন্নতাবোধের কেন্দ্রে; . . . ” নজর রাখতে হয়/ কারা কখন কীভাবে লিখছে এবং কী লিখছে/ কারা মুছে লিখছে/ কারা মুছে দিচ্ছে এবং কারা তাবৎ মোছামুছি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে/ আবার লিখছে, সবই আমাকে মুখস্থ করতে হয়”। আসলে তিনি মুখস্থ করে আসলে তিনি মুখস্থ করে নিচ্ছেন একটি অস্তিত্ব যা নিশিথ গরাদ বেঁকিয়ে ক্রমাগত বেড়িয়ে পড়তে চাইছে একটা মৃত গ্রহের ডায়রেক্টারি থেকে। সেখানে মৃত্যুর থেকে। সেখানে মৃত্যুর বাইরেও মহাবিশ্বের শেষ পরিণাম দেখতে ইতিহাসের চওড়া রাস্তা ধরে বেড়িয়ে পড়েছে কালহীন মানহীন মাত্রাহীন মৌন মানুষগুলো। মৌন মানুষগুলো। সমাজযন্ত্রের বিকলনে দাঁড়িয়েও হারকে কিছুতেই সুনিশ্চিত করতে চাইছেন না মণিভূষণ। যে ‘মন্টুর জীবন’ তাঁর কবিতার কংকালকরোটি কংকালকরোটি সেই মন্টুর হাতেই তুলে দিচ্ছেন একটি বাস্তবিক করাত, তুলে দিচ্ছেন একটা ক্ষুধার্ত ইকো। ‘মন্টুর জীবন’ কবিতার শুরু হচ্ছে হচ্ছে পাতাগজানোফুলফোটাপ্রজাপতিওড়া মরা শহরের কোনো এক চায়ের দোকানের কর্মচারী মন্টুকে নিয়ে যে কিনা সুতোয় ঝোলা আপেলের দিকে চোখ দিকে চোখ রেখে ডিস কাপ ধোয়, যে নাকি সর মাখিয়ে তার খুচরো জীবন ছুঁড়ে দেয় ভোর পাঁচটার উনুনে, আর সেখানেই মণিভূষণের আবিষ্কার সেই আঁভা আবিষ্কার সেই আঁভা গ্রাদে সেই এগিয়ে যাওয়া মানুষটিকে যে মানুষটিকে আমরা দেখছি প্রাত্যহিক বর্জনে আক্রান্ত হতে কোনঠাসা হতে ছিন্নভিন্ন হতে। ছিন্নভিন্ন হতে। তাকেই বধিরতা ফাটিয়ে বলাৎকার ফাটিয়ে মণিভূষণ আবিষ্কার করছেন আপোসের কুয়াশা সরিয়ে, তার হাতে তুলে দিচ্ছেন আট ইঞ্চি লম্বা আট ইঞ্চি লম্বা ঝকঝকে একটা ছুরি, তুলে দিচ্ছেন এক বিঘত একটা জীবন, সেই হয়ে উঠছে মে দিবসে আমাদের নতুন নাটক। খাদ্য থেকে স্পন্দন থেকে থেকে স্পন্দন থেকে খাদ্যের দিকে স্পন্দনের দিকে ভেসে যাচ্ছে মানবশিশুর নতুন আর্তনাদ, এক আধা সামন্ততান্ত্রিক মঞ্চ থেকে কালো জ্বলন্ত মোমবাতি মোমবাতি জ্বালিয়ে মণিভূষণ অপেক্ষা করছেন মহাপতনধ্বনি শোনবার প্রত্যাশায়, অপেক্ষা করছেন শূণ্যতার মাঝেও আত্মসমারোহের দ্বিতীয় উৎসব দেখার উৎসব দেখার ভঙ্গিমায়। কোনো অব্যক্তের দর্শন নয় বরং মৃত্যুকে স্বয়ং ব্যক্ত করে তুলেছেন আত্মসচেতনতা জাগিয়ে; তার কাব্যের বয়ানে ঘুরছে অন্ধকারের ঘুরছে অন্ধকারের প্রেত ঘুরছে অবসাদ ঘুরছে রাতের গল্প আবার এই প্রত্যাখান থেকেই প্রাণময়তার ব্যাখা খুঁজছেন মণিভূষণ। কল্পনা আর প্রতীকে কবিতার প্রতীকে কবিতার কালোবাজারীকে আদতে গুছিয়ে পরিপাটি করা হয়। শব্দের দুঃখ মুছিয়ে মাধুরী ছাপিয়ে দেওয়া আর কি। সেখানে কোথাও মানুষ থাকে না মানুষ থাকে না মানুষের রূপকল্প থাকে। সেখানে মন্টু রুটি কাটেনা সর মাখায়না আবার ছুরিও ধরে না। আর কবিতার এই সংকট এই কালোসুখ এই গর্ভের কালোসুখ এই গর্ভের অন্ধকারটাই যেন অতিক্রম করতে চেয়েছেন মণিভূষণ।

নাগরিক কবি মণিভূষণ; সে অর্থে তাঁর কবিতায় প্রান্তিক ভাষা নেই বললেই চলে অথচ নাগরিক শিঃরপীড়া নিয়ে একটা নিজস্ব কথা রয়ে গেছে কবিতার গেছে কবিতার পরতে পরতে। দারিদ্র্য বঞ্চনার একটা কিসের যেন কি কথার যেন কালো চোখ তাঁর কবিতার বাড়ি জুড়ে বসে রয়েছে যা ক্রমাগত বিদ্রোহের ক্রমাগত বিদ্রোহের কাছাকাছি চলে যায়। তাঁর কবিতার ক্যানভাস জুড়ে একটা সামগ্রিক মানুষ, যে নিয়তি তাড়িত মানুষগুলোর কাছেই মণিভূষণের কবিতা মণিভূষণের কবিতা শেষদিন অবধি চূড়ান্ত বিস্ময়ে স্বতন্ত্র। মণিভূষণের সাহিত্যচনার আকরণে ও বাচনিকতায় সমকালীনতার রক্তঘামকাঠখড়ের ইঙ্গিত পাওয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায় খুব স্পষ্টভাবে এবং সেখানে সময়ের নিজস্ব শীলমোহর রয়েছে যা তাঁর কাব্যিক সত্তার সাথে অন্বিত হয়ে গেছে সহজভাবে। ‘‘কয়েকটি সহজভাবে। ‘‘কয়েকটি কন্ঠস্বর(১৯৬২) ” বা ‘‘ উৎকন্ঠ শর্বরী(১৯৭১)" এর মত কাব্যসংকলনগুলোতে যেখানে কবির সখ্য হয়ে উঠেছে জীবনের নিহিত

জীবনের নিহিত আনন্দ কিংবা যাপনের বিস্ময় বিহ্বল একটি কবিতামাত্র সেখানেই সত্তরের বাংলা কবিতার রক্তাম্বরের প্রান্তে নামহীন কুশীলবের মত কুশীলবের মত মণিভূষণের অনুপ্রবেশে আমরা পাচ্ছি শব্দকে চাপা দিয়ে শহরের নোনতা লাবণ্যের মাঝে খুঁজে ফেরা একধরনের ক্ষুধিত প্রতিভা। সময়টা প্রতিভা। সময়টা সত্তর। যখন কনুই অবধি শুকনো রক্ত আর হত্যাকারীর একমাত্র ভাষা খুঁজে পাওয়াই হয়ে উঠছে তরুণ কবিদের 'আমিষ রূপকথা'। ১৯৭২ রূপকথা'। ১৯৭২ এ সে সময়কার অপর উল্লেখযোগ্য কবি অনন্য রায় যখন লিখছেন ''কমরেড'', একুশ/শতাব্দী!/ আমি তোমাদের দেবো প্রকল্প ও প্রকল্প ও উৎপাদন, দিনযাপন ও গেরিলা কর্মসূচী,/ শেখাব কী করে বাঁচতে এবং আরো/ ভালো করে বাঁচার জন্যে কেমনতরো মৃত্যু বেছে নিতে হয়/ বেছে নিতে হয়/ তাৎক্ষণিক/ কেমন করে'' তখন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ মণিভূষণের কন্ঠেও উঠে আসছে অঙ্গারবর্ণ স্বরায়ন; ''গান্ধীনগরে এক রাত্রি'', রাত্রি'', ''নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'' বা ''ডানকানের মৃত্যু''র মত একাধিক কবিতায় সনাতনী সাহিত্যধারা থেকে ডিক্লাসড হয়ে উঠছেন মণিভূষণ । মাঝাভাঙা মাঝাভাঙা মানুষগুলোকে নিয়ে ডিন্যারেটিভাইজড করতে চাইছেন প্রথাগত বিশ্বকে, বিভ্রান্ত ভূমিকে। যে মণিভূষণ ষাটের শেষে লিখলেন- ''বরং বিচ্ছিন্ন হতে বিচ্ছিন্ন হতে ভালোবাসি অপরাহ্ন বেলা/...../ আমার নীলিমা আর জলায় আসে না, একাকী,/ ক্রমশ বীথিকাশূণ্য নগরীরা জেগেছে নির্ভয়/ বুকের ভেতর নির্ভয়/ বুকের ভেতর থেকে সারারাত উড়ে যায় পাখি/ বিষাদ জোনাকিদলে অবিরাম করবে না খেলা/ স্বতন্ত্র সৌন্দর্যরাশি ঝরে যায় অপরাহ্ন বেলা।'' সেই বেলা।'' সেই মণিভূষণকেই আমরা ফেরার গল্প শোনাতে দেখছি অজস্র হিমানী আবৃত ফুসলিয়ে আনা রক্তক্ষরণের বোবা সংসারেও। একধরনের একধরনের এক্সিজটেনশিয়াল ডামবনেশ, অস্তিত্ব অনস্তিত্বের একধরনের মেটা ল্যাংগুয়েজ হয়ে উঠছে তাঁর কাব্যিক চিত্রন । কবিতার থিয়েট্রিকাল ইভেন্ট থিয়েট্রিকাল ইভেন্ট থেকে নেমে যেন পৃথিবীর নক্ষত্র নেভানো থিমে অবতরণ করছেন মণিভূষণ ; 'ফেরা' কবিতায় তিনি লিখছেন- 'দুপাশ দিয়ে ছুটে- যাওয়া দিয়ে ছুটে- যাওয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অসাড় স্তব্ধতা ভেদ করে/ আমরা ছুটে চলেছি বড়ো শহরের দিকে/...../ কনুই থেকে কাঁধ অবধি পাঞ্জাবির হাতা ভিজিয়ে পাঞ্জাবির হাতা ভিজিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে/ রক্তের ছোপ- আধিপত্যগামী লঞ্চের সঙ্গে আমাদের নৌকোর সংঘর্ষের চিহ্ন/ ধীরে ধীরে তুমি আমার কাঁধে মাথা আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ো/ হেমন্তের দীর্ঘরাত্রির স্তব্ধতায় ভাঙাচোরা তন্ময়তা জুড়ে গর্জন করে/ ইঞ্জিন, জন্মদিন থেকে জন্মদিনে চলে যাই হৃদয়ের চলে যাই হৃদয়ের জাগরণে,/ চতুর্দিকে অন্নহীন আক্রোশে চুপ করে আছে ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রাম,/ হঠাৎ ভীষন ঝাঁকুনি দিয়ে বিদ্যুতগতিতে বাঁক নিয়ে বাঁক নিয়ে আমাদের বাস/ ছুটে চলেছে মধ্যরাত্রির ঘুম আর ডানাভাঙা স্বপ্নের পিঠে হাত রেখে/ আলোয় আলোময় বিশাল শহরের দিকে''। আসলে মৃত্যুর আসলে মৃত্যুর শূন্যতা ও দূরত্বের মাঝে যে সুদূরতা আর বিস্ময় কবির প্রার্থিত ছিল সেই কবিই এবার উদ্বেল এক জীবন সত্যে ফিরতে চাইছেন মৃত্যুর গ্যালারি চাইছেন মৃত্যুর গ্যালারি ধরে। নকশাল বাড়ি আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্রমাগত এক ক্রমাগত এক ধ্বংসের বাতাবরণ নিখিল মানবসমাজের মিথ আর ফেয়ারি টেলস থেকে সত্তরের দশকে কবিকেও টেনে আনে সাহিত্যের ছন্নছাড়া রিডিকিউল রিডিকিউল ম্যানিফেস্টোর দিকে। যেখানে মৃত্যু আসলে সত্যিকারের মৃত্যু নয়, মৃত্যুর মোড়কে মুড়ে বিক্রি হচ্ছে জীবন, যেখানে জীবন অপশব্দ আর মিশ্র অপশব্দ আর মিশ্র শব্দের ইলিবিলি কিছু। ক্লান্ত খুচরো পয়সার মত ধুনধুলা মৃত্যুও মণিভূষণের কবিতায় হয়ে উঠছে এক্সপ্লোসিভ একটা বিস্ফোরণ। হয়ে বিস্ফোরণ। হয়ে উঠছে ''জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের বহুযুগ প্রতীক্ষিত প্রতিশোধের প্রথম কিস্তি''।

''ভয়েসেস অফ এমারজেন্সী''র সংকলনে আয়াপ্পা পানিক্কর বলেন – " The only gain of the emergency- if anything at all of value has lasted- is perhaps this new poetics which has begun to mould the features of the poetry of post-emergency period. In some places clear signs of vital transformation in the culture can be discerned among a few poems of the early seventies but the transition got its final consecration during the fiery ordeal. Any number of images of horror can be identified in these poems which betoken not mere disillusion of disaffection, anger at the loved one; here they suggest a self

transformation by active revolt of rejection" । মণিভূষণের কবিতাতেও এই ট্রান্সফরমেশনটা রিজেকশান না হয়ে অনেকটা পরিত্রাণের মত; একটা গোটা মানুষকে খোঁজার পরিত্রাণ। মৃত্যুত্তীর্ণ বা মৃত্যুঞ্জয়ীর ন্যায় কোনো আলোকসর্বস্ব আংশিক সত্যতা নয় কোনো অমরতা নয় বরং মৃত্যুকে মান্যতা দিয়ে জীবনের জেদই হয়ে উঠল কবিতায় তাঁর নবনিরীক্ষা। ষাটের শেষ দশকে লিখতে আসা মণিভূষণের সাথে এই সত্তরের মণিভূষণকে আমরা মেলাতে পারিনা। সমকালীন নকশাল আন্দোলন আর বিপ্লবী বাতাবরনের মাঝেই মণিভূষণের ভাষায় জীবন ও মৃত্যুর স্থানিকতা বদলে যেতে দেখা যায় যেখানে কেবল অন্ধকারই টের পাওয়া যায়না বরং জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে হাড়ের ফুটো দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকে যাওয়াও অনুভূত হয়, একটা বিশাল শব্দহীনতার শেষেও শব্দহীনতার শেষেও রয়ে যায় একটা বধির গোঙানী। আর এই গোঙানীই সত্তরের মণিভূষণকে আলাদা করে দেয় ষাটের মণিভূষণের থেকে। মৃত্যুর মৃত্যুর মডুলেশনেও তাই কেবল আয়াসহীন নির্বাণ বা তথাকথিত কবিসুলভ যন্ত্রবিলাস ছাড়াও তিনি নতুন এক পূনর্বাসনকেই তাঁর কবিতায় তাঁর শব্দবন্ধে তাঁর শব্দবন্ধে লাউড করেছেন। মৃত্যু সেখানে প্রাণদিশারী, আগলে বসে রয়েছে পূর্ণজন্ম। এই সত্তরের মণিভূষণের কোনো অঘোর বাগান নেই কেবল বুটের কেবল বুটের শব্দ। উদাসীনতা পেরিয়ে সেখানে মৃত্যুও তুলে ধরছে যাপনের উদোম স্বগতোক্তি।

নির্ভেজাল অন্ধকারে অনিবার্য জেগে থাকার উত্তরাধিকার নিয়েই কবির জন্ম- এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু গথিকশরীর ভেঙে গর্ত আর পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে কবি ফাঁকে ফাঁকে কবি এবার জেগে থাকে নতুন কৌশলে, সশস্ত্র বৈরাগীর মত পাহারা দেয় ঘাতকের বিচ্ছিন্ন আবাদ। সত্তরের মণিভূষণের কবিতার নিজস্ব কথা কবিতার নিজস্ব কথা আছে, ভাঙতে ভাঙতে ভেঙেচুরে গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকা আছে। সত্তরের সামাজিক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে লেখা মণিভূষণের মণিভূষণের কবিতা লক্ষ্য করলে তাঁর সূচনাপর্বের মৃত্যুচেতনাকে মনে হয় স্রোতে বিস্রোতে পরমায়ুর সিঁদকাঠিটি নিয়ে ভেসে গেল অন্য টানে। আত্মসংকোচিত আত্মসংকোচিত আয়ুধে মৃত্যুকে আঁকড়ে না ধরে বরং মৃত্যুর মাঝেও খুঁজলেন বিকল্প জন্মের ক্রমাগত নতুন শরীর। উচ্চমূল্যের কোনো মহাজাগতিক মহাজাগতিক প্রতিশ্রুতি না খুঁজে মৃত্যর থেকে কুড়িয়ে নিলেন মানুষের মত এক ঝাঁক মাইগ্রেটরী পাখির বুক- ভাঙ্গা বাতাস। প্রিয়তমাসুকে লেখা কবিতার কবিতার মৃদুস্বর তার স্নিগ্ধ ঈর্ষা এসময় কবি নিজেই ভেঙ্গে ফেলেছেন নির্মাণের খুব কাছে এসে। এমনই এক বাকের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা যাক মৃত্যুকে দু পায়ে যাক মৃত্যুকে দু পায়ে মাড়িয়ে কিভাবে ধ্বংসের চিৎকারেও ভাসিয়ে দিচ্ছেন যাপনের শিকারা, মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন একটি অন্ধকারের, একটি আত্যন্তিক আত্যন্তিক অন্ধকারের। মৃত্যু সেখানে ব্ল্যাক ম্যাজিক, সে মানুষের মাপে মাপে। মানুষের তক্তাপোষের নিচে, বারান্দায়, রান্নাঘরে, বাথরুমে কিংবা মশারি তুলে কিংবা মশারি তুলে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা ফিরে আসার লড়াই, রাত্রিকে কব্জা করার প্রক্রিয়া, আগুনের মত ছড়িয়ে পড়তে চাইছে অসুখের অষ্টপ্রহরে। এবার অষ্টপ্রহরে। এবার কবিতাটা দেখা যাক; নাম- ''নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ''; মণিভূষণের স্বভাবসিদ্ধ গদ্য ছন্দে রচিত কবিতাটিতে গল্পের শরীরটা বড়। অথচ শুধু মাত্র অথচ শুধু মাত্র একটি গল্প কিভাবে কবিতা হয়ে উঠতে পারে, ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে কন্ঠস্বর প্রতিস্বরে লেগে থাকা কুন্দ করবী কাঁটাঝোপ এটি তার কাঁটাঝোপ এটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'নির্ঝর' সেই সহজ সরল নিষ্পাপ কিশোর, যার মাথাভর্তি মাটির গন্ধ, যার কবিতায় কথা বলে ''হলুদ এবং কোমল এবং কোমল পাপড়ির শারদ স্তব্ধতা''। অথচ তারই বাড়িতে পুলিশ আসে, আসে রাষ্ট্রের ধমকানি, রেল ইয়ার্ডের কর্মী বাবা নকশাল সন্দেহে পুলিশের গুঁতো পুলিশের গুঁতো খেতে হয় তাকে, বাবাকে খুনের হুমকি দেয় পুলিশ, খেতে হয় স্থুল গাঁদাল গালিগালাজ আর এই হাইব্রিডাইজড ক্ষয় থেকেই উঠে আসে থেকেই উঠে আসে চরিত্রের এক নতুন সূচনাবিন্দু, ছায়া মাড়িয়ে অন্ধকার মাড়িয়ে সে ব্যক্তি প্রতিবিম্বে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়; খাঁকি উর্দিধারীর দেওয়া মৃত্যুর দেওয়া মৃত্যুর পরোয়ানাই হয়ে ওঠে তার কাছে প্রতিবাদের মন্তাজ, হয়ে ওঠে বদলের ম্যানিফেস্টো। কোনো সখ্যের কথা নয় বরং একধরনের অর্থবাচী একধরনের অর্থবাচী স্বরাজের ধোঁয়া বেরোতে শুরু করছে মণিভূষণের কবিতার ছত্রে ছত্রে। মৌসুমি জীবনের মিথিফাই থেকে মণিভূষণ 'নির্ঝরের' ঠোঁটে তুলে 'নির্ঝরের' ঠোঁটে তুলে দিচ্ছেন অস্তি ও অস্থিরতার একধরনের রাইজোম্যাটিক ভাষা। -

“ ধীরে ধীরে নির্ঝর উত্তেজিত হতে লাগল। আগের
লেখা লাইনটা ঘচাৎ করে কেটে দিল। তারপর লিখল, ‘পৃথিবীর
সমস্ত ধর্মঘটী শ্রমিক একদিন বন্দুক হাতে লড়বে।’ একটু ভেবে
‘পৃথিবীর’ কেটে ‘ভারতবর্ষের’ এবং ‘বন্দুক’ কেটে ‘রাইফেল’ বসাল। ক্রমশ
প্রচন্ড উত্তেজনায় তার হাত কাঁপতে লাগল। চোয়াল শক্ত হল ।
. . . . . .
. . . . . .
নির্ঝর ঝড়ের বেগে লিখে চলল;
ভারতবর্ষের সমস্ত রেলশ্রমিক একদিন রাইফেল হাতে
সমস্ত জংশনে জমায়েত হবে ।
এরপর কোনোদিন শ্রমিক নেতারা মাখন মাখানো
পাউরুটিতে কামড় দিতে দিতে নিজেদের মধ্যে
চিঠি চালাচালি করবে না।
ভবিষ্যতে শ্রমিকরা মাইনের জন্য নয়,
বোনাসের জন্য নয়,
ইজ্জতের জন্য-
সমগ্র রাষ্ট্রের মালিক হবার জন্য লড়াই করবে।
আগামী দিনে কোনো রেলকর্মীর ছেলে,
অপমানিত পুত্র,
রাত জেগে অবাস্তব শব্দে কবিতা লিখবে না,
সারারাত অস্ত্র হাতে রেলকলোনি পাহারা দেবে,
ভবিষ্যতে ভারতের আকাশে ঠান্ডা নক্ষত্র না,
হাজার হাজার উল্কাপিণ্ডে অরণ্যপ্রান্তর
আলো হয়ে উঠবে
. . . . . .
. . . . . .
এই সেই রাত্রি, যা আমাকে তার লাঞ্ছিত গহ্বর থেকে
তুলে নিয়ে পূর্ব দিগন্তে ছুঁড়ে দেয়, এই সেই ভোর
যা আমাকে জাগিয়ে দিল এক কঠিন, ব্যক্ত, অপ্রতিহত

আগুনের কম্পমান শিখার দিকে . . . ”
এই যে ‘নির্ঝর’ এর ভেতর মণিভূষণই তো পদবী বদল করে রয়েছেন। তার মগজের স্তরে স্তরে সম্পূর্ণ একা একজন যাত্রীর মায়াশব্দ খুঁজে ফিরছেন মণিভূষণ। ফিরছেন মণিভূষণ। শূন্যতার সূক্ষতম প্রকাশেও খুঁজে যাচ্ছেন একে অপরকে। মৃত্যু ভয় আতংক আর সন্ত্রাস কোথাও অনেক বেশি টেরিটরি দখল করে বসে দখল করে বসে রয়েছে মণিভূষণের কবিতায়, কখনও একক শব্দ হিসেবে আবার কখনও বা সংলগ্ন সাংগঠনিক শব্দ হিসেবে অথরিটির কাজ করে যাচ্ছে সে। করে যাচ্ছে সে। জীবনের সাপেক্ষে মিছিল করে ঢুকে পড়ছে সে। সুদীর্ঘ খরার পর লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে কবিতার শরীর ধরে। মৃত্যু এখানে নিরলংকার নয় এখানে নিরলংকার নয় একা নয় জীবনের প্রতিধ্বনিতে মরা আঁচে শুকিয়ে নিচ্ছে আরদ্ধ জড়তায় ভিজে জবজবে মানুষগুলোকে। হাততালি দিচ্ছে মৃত্যু, পয়সা দিচ্ছে মৃত্যু, পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে সনাতনী নির্ধারণবাদীদের দিকে। আর মৃত্যুর হাত ধরেই মণিভূষণ ফিরে ফিরে আসছেন জীবন নামের এক সফেদ সত্যের সফেদ সত্যের কাছে।

প্রতিটি শিল্পীরই একটা শৈল্পিক আর্বত থাকে, যা থেকে তিনি একটা পরিবেশ তৈরী করেন চারপাশ থেকে ঘুরে আবার নিজের কাছে ফিরে আসার। সে স্ব আসার। সে স্ব থেকে উত্তোরণ হতে পারে অথবা সংঘের মাঝে স্বধর্মের স্মরণ হতে পারে। এটা কবি করে থাকেন নিজেকে খোঁজার তাগিদে। এই সেই এই সেই মহাশৃঙ্খলা সেখানে চেতনার বোধের বিশাল আগুন লেহন করছে তুচ্ছ সব ‘আমি’ কে আর জন্মের প্রবাহ থেকে যাপনের প্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন ‘আমি’র ভিন্ন ভিন্ন ‘আমি’র মধ্যে সঞ্চয় হয়ে যাচ্ছে কবির প্রাথমিক ‘আমি’। কবির আলোবাতাসসত্যমিথ্যেরক্তরণশোকসফলতা। শিল্পী কবি সামাজিক কিনা, পৃথিবীর কিনা, পৃথিবীর খবর তিনি রাখেন কিনা, তাঁর সামাজিক দায়ভার ঠিক কতখানি, তাঁর উচ্চারণের সত্যতা নিয়ে শব্দ- পুরাণ নিয়ে “কবিতার ঘর ও বাহির” ঘর ও বাহির” প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছিলেন- “সভ্যতা এবং সময়ের আক্রমণে কবিরাই সম্ভবত আক্রান্ত হন সকলের আগে। যখন বিরামহীন জ্বরে এবং বিরামহীন জ্বরে এবং প্রলাপে ঘোলাটে হয়ে ওঠে সভ্যতার মুখ, আর সময়ের সর্বাঙ্গে নানা সময়ে রক্ত- পুঁজে পেকে ওঠে নানা ধরনের ফোঁড়া ফুসকুড়ি ফুসকুড়ি কার্বঙ্কল, সেই সব ক্ষয় ক্ষতি- ক্ষতের বিষয়ে এবং বিরুদ্ধে কবিরাই বাতাসে ভাসিয়ে দেন প্রথম কন্ঠস্বর, যেমন দৈববানী, যেন অপ্রিয় সতর্কতার অপ্রিয় সতর্কতার সাইরেন। কবিদের এটা করতে হয়, কেননা তাঁরা জানেন, মানুষ আজীবন ঈশ্বরের কন্ঠস্বরে নিজের নিয়তি নির্দেশ শোনার জন্য ব্যগ্র। আর জন্য ব্যগ্র। আর যেহুতু পৃথিবীর জলে- স্থলে সর্বত্রই ঈশ্বর অনুপস্থিত, অদৃশ্য, এমনকি মানুষের অথবা স্বরচিত পৃথিবীর গভীরতর সংকটের মূর্হুতেও সত্য- মূর্হুতেও সত্য- উচ্চারণে অক্ষম, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ, পথপ্রদর্শনে অনভিজ্ঞ, তখন তাঁদেরই হতে হবে ঈশ্বরের, আসল সময়ের কন্ঠস্বর।” – শিল্পের – শিল্পের দানবিক সত্যটা ঠিক কি ? অবচেতন নির্ভর শব্দ ও রূপকল্পের মাঝে ঠায় বসে থাকা নাকি নিজেকেই আত্মঘাতী করে তোলা একজন নগন্য একজন নগন্য জীবিত হিসেবে ? সত্তর - আশির দশকের কবিতায় বামপন্থীয় ক্রশ কাঁধে নেওয়া একজন হিউম্যানিস্ট বা ফিলানথ্রপিস্ট কবির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে স্বাধীনতাই হয়ত শিল্পের দানবিক সত্য। শিল্পকে শিল্প থেকে বের করে আনা, মৃত্যুকেও প্রাণের মাঝে পোলারিটি হিসেবে স্বীকার করার পক্ষে করার পক্ষে যেভাবে TRISTAN TZARA কে বলতে শুনি ALL PICTORIAL OR PLASTIC ART IS USELESS; ART SHOULD BE A MONSTER WHICH CASTS SERVILE MINDS INTO TERROR- সেভাবেই সত্তার অমোঘ ক্ষুধা নিয়ে আসা, নিজস্ব কবিতার আলো ও আকাশের খোঁজ নিতে আসা মণিভূষণকেও আমরা দেখি ঠোঁটের কোণের ছাল খুলে ফেলতে, দেখি হাঁড়িভর্তি হৃদপিন্ডের থেকে খুঁজে বার করতে নিজেরই গুহা- গহ্বর নিজেরই বুক ভরা গন্ধ । মণিভূষনের কবিতার কথা বলতে গেলেই একটা শিরোনামই বার বার উঠে আসে ‘প্রসঙ্গ স্বাধীনতা’। কিন্তু, কি এই স্বাধীনতা? অস্তিত্বের! অসহায়তার! আলোয় –আঁধারে শিরাফোলানো মানুষগুলোর স্বাধীনতা! ভুল যুদ্ধের স্বাধীনতা! জীবনের ? নাকি মৃত্যুর ! মানুষের বোঁটকা

গন্ধ আর জীবনের স্বাধীন বীর্যের খোঁজে এসে মণিভূষণ গড়িয়ে দিচ্ছেন নিজেরই রক্ত। তিনি সেই "সৃষ্টির সমুদ্রতীরের একা বাস করা একটি লোক" যিনি ঠায় তাকিয়ে আছেন মানুষের মোহনার দিকে।

মণিভূষণ মারা গেছেন। টাটকা মৃত্যু। সাথে তাঁর কার্ডিওগ্রাফে নাকি কিছুটা বামপন্থীয় বিপ্লবী শুদ্ধতা পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে কিছুটা সশব্দ মেঘের মেজাজ। যাওয়ার আগেও বলে গেছেন- "দরজা আগলে কে দাঁড়িয়ে আছো/ যেতে দাও/ খালি পা রুক্ষ হাত/ যেতে দাও,/ দরজা আগলে কে দাঁড়িয়ে আছো/ তপ্ত দিন দীর্ঘ রাত,/ যেতে দাও,/ অবসাদ নশ্বর বাতাস বহ্নিমুখ/ দরজা আগলে কে দাঁড়িয়ে/ যেতে দাও,/ জন্ম অনিঃশেষ আয়ু আকাশ/ দরজা আগলে কে/ যেতে দাও, / "...তার এই যাওয়া নিয়ে স্মৃতিচারণ হবে বাংলা সাহিত্যের সৃজনস্বভাবী বক্তৃতায়, আমরা কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে নাগরিক কবির খিদে আর তেষ্টা নিয়ে মনে করার চেষ্টা করব। এখন কবির হত্যা শেষ। এবার সুগন্ধী রুমাল নিয়ে আমরা দেহের মধ্যে ঢুকব দেহের মধ্যে বসবাস করব এবং দেহ থেকে বেরিয়ে আসব।। কিন্তু, না, সেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না। কারণ একটা পৃথক জীবনকালে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো প্রজন্ম আর প্রজন্মের ফারাক যাপনের ফারাক হয়ত সেলাই করতে পারবে না শব্দের লিনেনগুলোকে। কিন্তু তবু মণিভূষণকে নিয়ে লিখতে বসছি। লিখতে বসছি কেবলমাত্র একঝাঁক কবিতা আর একটা লিখিত সাহিত্যের ডায়ালেকটিকস থেকে নয় বরং জন্মের অপ্রপচারগুলোকে কিংবা মৃতুর প্রভুত্বগুলোকে যদি কোনোভাবেই ছোঁওয়া যায় শুধু সেই তাগিদে; ছোঁওয়া হয়ত যায় না, কেবল কবিতার কার্নিভালে কিছু কালো কিছু সাদা আকর নিয়ে পড়ে থাকে সেই নেই মানুষটার যাত্রাসূচি।ওর ভেতর দিয়েই যেন মানুষটা মূর্হুতগুলোকে দেখেছিলেন থাকাগুলোকে দেখেছিলেন আর মৃত্যুর প্রতিপক্ষ হিসেবেই হয়ত মূর্হুতগুলোকে রেখে গেছেন মহামারীগ্রস্থ এলাকায় ।আমরা চেনার চেষ্টা করি এই একটা না চেনাকে।
. . . যা নেই ... যা ছিল . . .

নামদেও ধাসাল - এক প্রতিবাদী কন্ঠস্বর
শুভাশিস ভট্টাচার্য

বর্তমান বছরের ১৫ই জানুয়ারি মারাঠি কবি নামদেও ধাসালের (□□□□□□ □□□□□□□ □□□□: ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ – ১৫ জানুয়ারি জানুয়ারি ২০১৪) মৃত্যুতে আমরা হারালাম এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সত্তর দশকের শুরুর দিকে, নামদেও ধাসালের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে সমাজের প্রান্তিক সমাজের প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অনাহার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের নগ্ন বাস্তব, মারাঠি সাহিত্যের ঘুম ভাঙিয়ে জন্ম দেয় ‘‘দলিত জন্ম দেয় ‘‘দলিত প্যান্থার’’ আন্দোলনের।

নামদেও ধাসালের কাব্যিক চেতনার জন্ম মুম্বাই'এর পেটের ভিতর, বেশ্যা- পাড়া গোলপিঠার আঁচলের তলায়,তার মল, মূত্র কাদাজলে। ওই নামেই তাঁর নামেই তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন ‘‘গোলপিঠা’’, প্রচলিত বুর্জোয়া সাহিত্যের তথাকথিত শ্লীলতার মুখোশ খুলে, দাঁড় করিয়ে দেয় আয়নার সামনে, নগ্ন, পর্দার সামনে, নগ্ন, পর্দার আড়াল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে ‘‘ভাষার লজ্জা- স্থানে যৌনরোগের ক্ষত’’।

গোলপিঠার জন্য ১৯৭৪ সালে তিনি নেহেরু পুরস্কার পান, এছাড়াও ১৯৯৯ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০০৪ সালে সাহিত্য একাডেমী লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পান।

নামদেও ধাসালের কবিতা দলিত স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র, এর বিপ্লবী মন বুঝতে হলে বুঝতে হবে ওই মানুষগুলোকে যারা থাকে খিদের অন্ধকার রাজ্যে, অন্ধকার রাজ্যে, যেখানে খিদের তীব্রতায় পেটের নাড়ি ভুঁড়ি শুকিয়ে যায়, যেখানে পুষ্টির ধারণা পুষ্টির মতই অনুপস্থিত। এই অর্থনৈতিক ও মানসিক জাহান্নামে মানসিক জাহান্নামে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এই কথা গুলো শুধুই ফাঁকা শব্দ। মেথর, ঝাড়ুদার, ধাঙড়, মুচি, ডোম এবং অন্যান্য দলিতের জীবন, নামদেও ধাসালের জীবন, নামদেও ধাসালের তীব্র বিদ্রূপে শিকলে বাঁধা কুকুরের মতো যে -

‘‘সময়ে সময়ে আর্তনাদ ও চিৎকার করে
যেটা তার সাংবিধানিক অধিকার’’

তারপর -

‘‘কোনো এক বিদ্রোহী মুহূর্তে
অসহনীয় হয়ে ওঠে সবকিছু
শিকলে টান মেরে ভাঙ্গার চেষ্টা করে সে,

তখন তাকে গুলি করা হয়”

তাঁর কবিতায় ভিড় করে আসে বেশ্যা, বেশ্যার দালাল, যৌন রোগ, মাতাল, সুদখোর, গ্যাংস্টার, মুজরা নর্তকী, দুর্নীতি- গ্রস্ত পুলিশ, উপচে- পড়া নর্দমা, উপচে- পড়া নর্দমা, খিদের চিৎকার, মৃত্যুর হতাশা। এখানে -

“মেয়েরা শুধুই রং মাখা বেশ্যা
আর পুরুষ শুধুই মেয়েদের দালাল”

এখানে মেয়ে আর পুরুষের সম্পর্ক অনেকটা –

“কয়েকটা বেশ্যা,
কয়েকটা দালাল,
কয়েকটা দাঁতন- কাঠি,
ব্যবহারের পরে ছুড়ে ফেলে
নদীর পবিত্র জলে কুলকুচো”

তাঁর কবিতায় পুরুষ শোষণের যৌন ক্রীতদাসী তাঁর মা যেন “কৃমি উৎপাদনের যন্ত্র”। হাজার হাজার বছরের অন্যায় অত্যাচার মেনে “বেঁচে থাকো কত থাকো কত অনায়াসে”। “বেঁচে থাকো কত অনায়াসে” – আপাত দৃষ্টিতে সরল অথচ প্রকৃত বিচারে জটিল একটি প্রস্তাব। এতে প্রছন্ন আছে জমে থাকা জমে থাকা রাগ ও হতাশা – শুধুমাত্র মায়ের নীরবতার বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র দলিত সমাজের নীরবতার বিরুদ্ধে। তীব্র বিদ্রূপে বলতে চায় একজন দলিত নারীর একজন দলিত নারীর অনায়াসে বেঁচে থাকার প্রস্তাব কতটা অবাস্তব।
মুখ বুজে মেনে নিতে নারাজ প্রশ্ন, তিক্ততার সাথে –

“কেন কেটে দিলেনা আমার গলা
তোমার নখের তীব্রতায়
যেদিন কেটেছিলে আমার নাড়ি”

নামদেও ধাসালের কবিতায়, মানুষের দাসত্বের ইতিহাসে, আমরা বয়ে চলি আমাদের পাপের দাগ অনন্তকাল ধরে |

“জামা বিষয়ে অনুমান” (□□□□□□□□□□□□□ □□□□ / □□□□□□□□□□□ : ১৯৮৬)

পেরিয়ে যাই যন্ত্রণাময় অনন্ত রতি কাল
ছুঁড়ে ফেলি পরম্পরার প্রচলিত জঞ্জাল
ইভের লিঙ্গ পরিবর্তন করি
গর্ভবতী করি আদমকে।
অনুমানে পেরিয়ে যাই
জান্তব আশঙ্কা,
নরকের কাদাজল।
মানুষের দাসত্বের ইতিহাসে
দালালি করে চাঁদ,
জাবর কাটে
যৌন আবেগের ষাঁড়
অশরীরী খড়ের গাদায়।
একটা ডুবন্ত জাহাজে ভেসে
বদলে যাই বন্য মানুষে,
ভয় পাই আলো,
পুড়িয়ে দেয় জিভ
একটি সাধারণ লবঙ্গ- ও।
এইভাবেই স্বাধীনতা শাস্তি দেয় মানুষকে
অতটা নিষ্কলঙ্ক হওয়া উচিত নয় মানুষের
বয়ে চলা উচিত কিছু পাপ
রেখে দেয়া উচিত দু একটা দাগ জামায়।

অনুবাদ কবিতা

Jackson Mac Low:

Very Pleasant Soiling (Stein 7)

অনুবাদ: দিলীপ ফৌজদার

জ্যাকসন ম্যাক লৌ (১৯২২- ২০০৪) : শিকাগো য়ুনিভার্সিটির ব্রুকলিন কলেজে শিক্ষা অর্জন করার পর জ্যাকসন অনেক স্কুলে সঙ্গীতে শিক্ষকতা সঙ্গীতে শিক্ষকতা করেন। এই শিক্ষকতার ক্রম চলতেই থাকে নানান কলেজ ও য়ুনিভার্সিটির মাধ্যমে । নিজের দেশের সীমানা ডিঙিয়ে তিনি তিনি স্যুইটজারল্যাণ্ডে গিয়েও সঙ্গীতে শিক্ষাদান করেন কিছুদিন। শিল্পে তাঁর আগ্রহ ও দখল ছিল বহুমুখি। উল্লেখযোগ্য কবি ও বাদ্যসঙ্গীত স্রষ্টা তো বাদ্যসঙ্গীত স্রষ্টা তো ছিলেনই এ ছাড়াও রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ, নাটক, ও রেডিওভাষ্য । মঞ্চে নেমেছেন মালটিমিডিয়ায় কাজ মালটিমিডিয়ায় কাজ করেছেন আবার স্ত্রী অ্যানে টারডোসের সঙ্গে যৌথ অনুষ্ঠানেও নেমেছেন। ২৬ টি বই এর রচয়িতা প্রচুর পত্রপত্রিকা ও সংকলনে লিখেছেন এবং রেডিও সহ অনেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছেন। এত ভিন্নমুখি আগ্রহের অধিকারী হওয়া সত্বেও জ্যাকসন ম্যাক লৌ একজন সৃষ্টিশীল কবি

হিসেবে পরিচিত এবং এঁর কবিতায় ভিন্নতার সাক্ষরটিও যথেষ্টই স্পষ্ট।

আনন্দময় কাদাভেজা়য়
(দাগ - ৭)

অত্যন্ত সুখি শাক আর ডাঁটা জড়ো হয়ে বসেছে নাশপাতির আলোচনায়

ডাঁশা নাশপাতিরা পূর্ণতর উপলব্ধি প্রস্তুত করে ।

ময়লা দাগ লেগে যাওয়াটা উত্তম ভাজাভুজির হাসিখুশী উল্লাসের পরেরকার ।
ওরা কি কোন একটা খুশি খুশি সময়ে বলবে কিছু না কিছু সবখানেই ।

ওরা ভেদাভেদ করে ।

সারাদিন কোন পদার্থ পেটে যায় নি তাও ওটা কিচ্ছু না ।
বলো যখন একটাও অত্যন্ত বাচাল আপেল ধরে প্রিয়তম রাস্তাটি ।
হয়ত উহারা সেই উঁহারা ওরা বলবে সরে দাঁড়াও ।

খুবই মজায় আছে ঐ নাশপাতিরা

জানতে চাইছি কখন মানে কোন সময়টা ওদের ওখানে থাকাটা সবচে’ ভালো যখন সঙ্গে নাশপাতিরাও ।
বেছে নাও শ্রেয়তম কোথায় আছে কোথায় নেই ।
বেশির ভাগ হাসিখুশি জনেরা অপরাহ্নের আর্ধেক সময়টা খালি রাখে কিছু ঘটবে এই ভেবে ।
কোন্ আরম্ভগুলি নগন্যদের ওজন দেয় ।

সিদ্ধ যারা

এই উপসংহারে এসো ।

আনন্দময় উপলব্ধিকে ফিসফিস করতে দাও পূর্ণতর উপলব্ধি ।
উপলব্ধি কি ভিন্নতা আনন্দ তাহলে একটা বর্ণনা মাত্র ।
সেখানে গম্ভীর ঘটনগুলি আরম্ভগুলিকে গভীরতা দেয় ।

সবসময় একরকমই থেকে যাওয়াটা ধিক্কারের ।

ওখানে বসে উল্লাসের শ্রেয়তম গোলমাল সারাদিন ব্যাপী ধরে আছে পরিপূর্ণ উপলব্ধি ।

নোংরা ভিজে যাওয়াটা এর পরবর্তীকার ।

আমাদের ওয়েব ম্যাগাজিন শূন্যকাল সম্পর্কে আপনার মতামত জানান

আপনার নাম

ইমেল

মোবাইল

মতামত

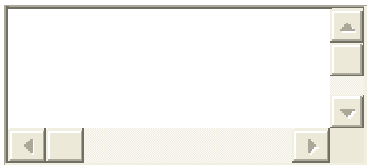

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই. . . **সুমন মল্লিক**

বেশ ভালো লাগলো। পড়ছি। অনুবাদ বিভাগটি আগেই পড়ে ফেললাম নিজে অনুবাদ করি বলে। দীর্ঘ কবিতাগুলি পড়ছি... খুব ভালো উদ্যোগ। **মৈনাক আদক**

লেখাগুলির মান অত্যন্ত উন্নত এবং চরম আধুনিক, এ এক অভিনব সংকলন । এই ছবিগুলি এমন ভাবে কবিতার পরিপুরক হয়ে উঠেছে, অসাধারণ... দারুন কাজ, প্রশংসার দাবী রাখে ... বাঃ ! **পীযূষকান্তি বিশ্বাস**

"এ কেবলমাত্র কোনো এক বধির শিল্পীর কাছে তার ভাওয়েল ফিল্টারেশন না বরং আমরা যারা নিত্য প্রকৃতি থেকে শব্দকে নিচ্ছি ইন্দ্রিয় দিয়ে ঘষে ঘষে সাদা দিয়ে ঘষে ঘষে সাদা করছি তাদের কাছেও এক অকথিত শূন্যতাকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা"... মাথা নোয়ালাম... এ গদ্যের লেখক এবং নায়ক দুজনকেই নায়ক দুজনকেই অনেক ভালবাসা. . . **কুসুমিকা সাহা**

Chhobiguli osadharon. Podyo o godyo boichitromoy. Ekti sadhu prayas. **Moniruddin Khan**

দারুণ কাজ হচ্ছে! আমার আন্তরিক অভিনন্দন! **স্বপন রায়**

অসাধারণ সংখ্যা হয়েছে দীপঙ্কর। কবিতাগুলো পড়লাম। ভালো লাগলো। সেইসঙ্গে ভালো লাগলো কবিতার অনুষঙ্গে ছবিগুলি। খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে হয়েছে সংখ্যাটি। আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। **কাজল সেন**

Ek niswase purota pora hoye utchhe na. Abar porbo, overall asmbhab valo legeche. Sabyosachir kabitagulo valo hoyeche..... pare bolchhi ------ **Unknown**

সহজ, জটিল সব মিলিয়ে অলংকরণের দৃপ্ত ঝলকে উজ্জ্বল। **রুচিস্মিতা ঘোষ**

খুব ভালো লাগল। এই কবিতার একটু আলাদা মর্যাদা আছে, পাঠযোগ্যতা আছে, চমৎকার গদ্য লিখেছে রমিত। **দেবাশিস**

খুব ভালো। সব কবিতা কেমন প্রাণ পেলো শূন্যকাল- এ এসে। **তপন দাস**

মশায়, করেছেন কি ? যাকে বলে ফাটাফাটি। একি ম্যাগাজিন ! দারুণ ! হিংসে হয়। **সুদীপ্ত বিশ্বাস**

প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। ভালো লাগলো। **সমীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়**

ভালো হয়েছে। **রমেশ**

Linkta tomar nijer ebong jakey pao tar pagey, Facebookey, post kortey thako. Jato beshi hoi tato bhalo. Bangladesher friendsder pagey abashoi. Aami ekhon ekta uponyas likhchhi. Shesh holey aamio post kortey thakbo. **Malhay Roychoudhury**

প্রিয় দীপঙ্কর, শূন্যকাল ওয়েবম্যাগে এবারের ছবিতা (ছবি + কবিতা) অসামান্য হয়েছে। কবিতাগুলোও ধুন্ধুমার। একটা দুর্বলতার কথা না বললেই না। তা হল - - সুচিপত্র ওভাবে না দিয়ে মেইন বডির বাঁ বা ডান দিকে মার্জিন দিয়ে ভার্টিকালি দিয়ে যে কোন কবির নামে ক্লিক করে সোজা তার কবিতায় যাওয়ার সুযোগ থাকা চাই। এখন পুরো ব্রাউজিং করে পৌঁছোতে হচ্ছে। ম্যাগ- এর ফ্রিকোয়েন্সি ৪ মাস না করে ২ মাস কর। তাহলে কম কবিতা থাকবে, আর তাহলে সবার কবিতা মনযোগ দিয়ে পড়ার অবসর হবে। পাঠক আরো বেশি এনজয় করবে আমার মনে হয়। আমার সেভাবেই ভালো লাগবে। পুরো ম্যাগাজিনটা একবারে ভাল ভাবে পড়ে উঠতে আমার তিনঘন্টা লাগল। আমার মনে হয়না, এত সময় দিয়ে এত যত্ন করে কেউ পড়বে। সবাই ত নিজেরটা পড়ে, ভুল ছাপা হল কিনা দেখে, অন্যগুলোতে চোখ বুলিয়ে উঠে গিয়ে আহা আহা বাহা বাহা করবে। ভেবে দেখিস।

বারীন ঘোষাল

খুব ভালো লাগলো শূন্যকাল পেয়ে। আপনারা ভালো থাকুন, শুভেচ্ছা । ছবিগুলি কাদের আঁকা, জানতে পারলে ভালো লাগতো। **রফিক উল ইসলাম ইসলাম**

Thanks a lot দীপঙ্কর দত্ত . . . . **Novera Hossain Nelly**

শূন্যকাল পড়লাম । কিছু বাকি এখনও। কিছু আবার বারবার পড়তে হবে । রমিত দের লেখাটি যেমন । **পাপিয়া ভট্টাচার্য**

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এঁদের অনেকের লেখার সঙ্গে কম বেশি পরিচিত; কিন্তু শূন্যকালে এসে দেখছি সবাই শূন্যকালের মতোই বলিষ্ঠ। পুরোটাই ভালো লাগলো। ধন্যবাদ, এমন একটা বলিষ্ঠ সম্পাদনা উপহার দেওয়ার জন্য। **অনুপ মণ্ডল**